NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

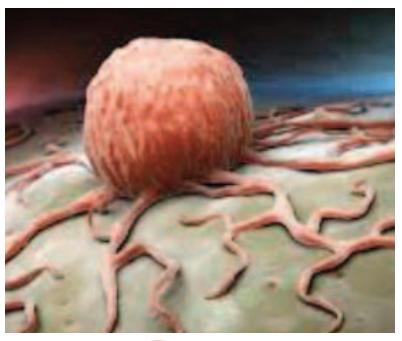

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে বিশেষ

মমতার আসন নিয়ে কটাক্ষের জবাব দিল কংগ্রেস নেতৃত্ব ৭

কলকাতা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২০ মাঘ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 4.2.2024, Vol.17, Issue No. 233, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

মুখ্যসচিবকে সমন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের মুখ্যসচিবকে সমন পাঠাল জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন। ৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে ওবিসি কমিশনের অফিসে তলব করা হয়েছে বাংলার মুখ্যসচিবকে। দুপুর দুটোয় তাঁকে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে ওবিসি কমিশনের অফিসে। প্রসঙ্গত, ওই দিনই আবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করা হবে। ঠিক সেদিনই কেন রাজ্যের মুখ্যসচিবকে হঠাৎ জরুরি তলব করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও কমিশনের চিঠিতে এর একটা ব্যখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে , গত বছর ৬ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকার ৮৭টি জাতিকে অনগ্রসর শ্রেণি বা ওবিসি হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যের তরফে বেশ কিছু তথ্য জানতে চেয়েছিল জাতীয় ওবিসি কমিশন। সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য তলব করা হয়েছিল দিল্লি থেকে। কিন্তু ওবিসি কমিশনের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনও এই বিষয়ক তথ্য জমা করা হয়নি। বিষয়টি বেশ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে ওবিসি কমিশন।

১২ জনের পরীক্ষা বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় মোট ১২ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা পুরোপুরি বাতিল করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, চক্রান্ত করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছে। শুক্রবার পরীক্ষা শুরুর কিছু পরে মালদহের এনায়েতপুর হাইস্কুল থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ছ'জনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে চারজন ছাত্র ও দু'জন ছাত্রী ছিল বলে পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে। গোপালপুল হাইস্কুল, ভগবানপুর কেবিএস হাইস্কুল এবং আমগুড়ি রামমোহন হাইস্কুলের আরও ৬ জনের পরীক্ষাও বাতিল করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু মোবাইল ফোন। পর্ষদ সূত্রে খবর, শনিবার মোট ১২টি ফোন বাজেয়াপ্ত হয়েছে। শুক্রবার ১৪ টি মোবাইল বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে বেশ কিছু অসাধু সংস্থা মোবাইল মারফত প্রশ্নের উত্তর আদানপ্রদান করছে। বেশ কিছু পরীক্ষার্থী, পরীক্ষাকেন্দ্র থেকেই শিক্ষককে বা কোনও কোচিং সেন্টারকে প্রশ্নপত্র পাঠাচ্ছে, এমনও অভিযোগ সমানে এসেছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মোদি না দিলে, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মেটাবে রাজ্য, ঘোষণা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্র যদি দেয় ভালো, না হলে ১০০ দিনের কাজে বঞ্চিত ২১ লাখ শ্রমিকের পাওনা রাজ্য সরকার নিজেরাই মিটিয়ে দেবে। শনিবার ছিল রেড রোডে তৃণমূলের ধরনা কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন। সেখান থেকেই এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে বলে শনিবার তিনি জানান। বঞ্চনার অভিযোগে সুর চড়িয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লোকসভা ভোটে 'অলআউট খেলা'-র চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

শনিবার ছিল রেড রোডে তৃণমূলের ধরনা কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন। শুক্রবার সারা রাত ধরনা মঞ্চেই কাটিয়েছেন মমতা। শনিবার বিভিন্ন জেলা থেকে ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা কাজের বঞ্চিতরা ধরনা মঞ্চে আসেন। তাঁদের কাছে মমতা প্রশ্ন করেন, 'আপনারা আমার থেকে কি আশা করেন?' জনতা উত্তর দেয়, 'লড়াই'। মুখ্যমন্ত্রী এরপর বলেন, 'লড়াই তো চলছে। আন্দোলন চলছে। কেন্দ্র ভাবছে বাংলাকে ভাতে মারবে। দু'বছর ধরে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ রেখেছে। এই লড়াইয়ে আমার প্রথম পদক্ষেপ হল, ২১ লাখ মজুর ১০০ দিনের কাজ করেছিল। কেন্দ্র তাদের টাকা দেয়নি। আমরা ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ওই ২১ লাখ মজুরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেব। রাজ্য সরকার এই টাকা দেবে।' এর জন্য সরকারের কোষাগারে বাড়তি চাপ পড়বে বলেও জানান তিনি। বঞ্চিতদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, 'আমার শরীরে যতদিন রক্ত আছে, কথা দিচ্ছি, গরিব মানুষ বঞ্চিত হবেন না।'

যারা আবাস যোজনার বাড়ি পাননি তাদের বিষয়টি এরপর বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সঠিক সময়ে আমি আবার বলব। আমরা কথা দিলে কথা রাখি। আমরা ভিক্ষে চাই না, জয় করতে চাই। আমাকে সংসার চালাতে হয়। যা যা বাকি আছে আমার উপর ছেড়ে দিন। আস্তে আস্তে সব করব।' কেন্দ্রীয় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনবার বৈঠক করেছি। সব আধিকারিকদের বৈঠক হয়েছে। তারপরেও টাকা দিচ্ছে না। ১৫৬ টা টিম পাঠিয়েছে। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেভাবে চুরি হয়েছে, সেখানে ক'টা বিচার হয়েছে?'

ধরনা মঞ্চ থেকে লোকসভা ভোটের আগে আবার 'খেলা হবে' স্লোগান দিয়েছেন মমতা। বাংলায় তৃণমূল একাই যথেষ্ট বলে ফের সাফ জানিয়েছেন তিনি। বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, 'আমি অল আউট খেলব। খেলা হবে, জিততে হবে। বিজেপি চিরকাল ক্ষমতায় থাকবে না। বাংলা অন্য রাজ্যকে পথ দেখাবে।' এদিন ধরনা মঞ্চে গিয়েছিলেন সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব। তিনি বলেন, 'মমতাদির এই লড়াই শুধু বাংলার নয়, এটা দেশ ও সংবিধান বাঁচানোর লড়াই। গরিব মানুষের পেটে লাথি মেরে কেউ দিল্লির কুর্সিতে থাকতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার পিছনের দরজা দিয়ে রাজ্যপালদের কাজে লাগিয়ে, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে সমান্তরাল সরকার চালাতে চাইছে।'

এবার 'ভারত রত্ন' পাচ্ছেন আডবানী

এক্স হ্যান্ডেলে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি: ভারতরত্ন পাচ্ছেন লালকৃষ্ণ আডবাণী। শনিবার সকালে এক্স হ্যান্ডলে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি জানিয়েছেন, দেশের সর্বোচ্চ এই সম্মান প্রদানের কথা জানাতে তিনি আডবাণীর সঙ্গে নিজে কথা বলেছেন। তাঁকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই ঘোষণার পরই নিজের বাড়ির সামনে সংবাদমাধ্যম ও জনসাধারণের উদ্দেশে করজোড়ে নমস্কার করলেন। তাঁর মুখে ছিল স্মিত হাসি। সঙ্গে ছিলেন পরিবারের সদস্যরা।

উল্লেখ্য, তিন দশক আগে দেশে রামমন্দির আন্দোলনের সময়ে সঙ্ঘ পরিবারের 'মুখ' ছিলেন আডবাণী। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি জমানায় ক্রমশই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিলেন বিজেপির বর্ষীয়াণ নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী। রাম রথ যাত্রা করে বিজেপিকে মহীরূহে পরিণত করার কাণ্ডারি ছিলেন যিনি, তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাগর্দশক মণ্ডলীতে। মনে করা হচ্ছে, এ যেন গুরুদক্ষিণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করির মতো বহু প্রথম সারির রাজনীতিক শুভেচ্ছা জানান 'লৌহপুরুষ'কে। রাজনাথ তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আমাদের সকলের প্রেরণা, দেশের বর্ষীয়ান নেতা এল কে আডবাণীকে ভারতরত্ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত আনন্দ ও খুশি বয়ে এনেছে। রাজনীতিতে তিনি পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও সংকল্পের প্রতীক।'

১৯২৭ সালে অভিভক্ত ভারতের করাচিতে এক সিন্ধি পরিবারে জন্ম আডবাণীর। করাচির সেন্ট প্যাট্রিক স্কুলে পড়াশোনা। তার পর সিন্ধের হায়দরাবাদে ডিজি ন্যাশনাল কলেজে পড়েছেন। দেশভাগের পর আডবাণীর পরিবার মুম্বইয়ে চলে আসেন। সেখানে আইন নিয়ে স্নাতক করেন আডবাণী। ৩২ বছর আগে বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন আডবাণী। ২০২০ সালে তাঁকে এবং অন্যান্য অভিযুক্তকে এই ঘটনায় বেকসুর খালাস ঘোষণা করা হয়। আদালত জানিয়েছিল, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের ওই ঘটনার নেপথ্যে কোনও ষড়যন্ত্র বা পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। গোটাটাই 'হঠাৎ ঘটে যাওয়া' স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের ফল। ঘটনায় মোট অভিযুক্তের সংখ্যা ছিল ৪৯। এর মধ্যে অনেকেই বর্তমানে বেঁচে নেই।

১৯৮৬ থেকে ১৯৯০, ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ এবং ২০০৪ থেকে ২০০৫, তিন দফায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন আডবাণী। অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে তিনি উপপ্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ওই সরকারেই তিনি ছিলেন কয়লামন্ত্রীও। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন বিজেপির এই প্রবীণ নেতা। এর আগে ২০১৫ সালে অটল বিহারী বাজপেয়িকে ভারত রত্ন সম্মানে সম্মানিত করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। বাজপেয়ি অবশ্য ততদিনে চলচ্ছক্তি হারিয়েছিলেন। ৬এ কৃষ্ণ মেনন মার্গে তাঁর সরকারি বাসভবনে গিয়ে বাজপেয়ীকে ভারত রত্ন সম্মান দিয়ে এসেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।

'প্রমাণ ছাড়াই শাহজাহানকে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে'

আগাম জামিন মামলা নিয়ে সওয়াল শাহজাহানের আইনজীবী সব্যসাচীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশ তাঁর টিকিও ছুঁতে পারছে না। অথচ আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে বক্তব্য পেশ করছেন সন্দেশখালির 'ওয়ান্টেড' তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। ইডি এর আগেই শেখ শাহাজাহানকে 'বাংলার লাদেন' বলে মন্তব্য করেছিল আদালতে। শনিবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে শাহজাহানের আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই তাঁর মক্কেলকে (শাহজাহান) 'ফাঁসানোর' চেষ্টা চলছে। শাহজাহানের বিরুদ্ধে ইডি-র কাছে কি পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে? প্রশ্ন তুললেন শাহজাহানের আইনজীবী। শাহজাহান আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কলকাতার নগর দায়রা আদালতে সেই আবেদনের শুনানি ছিল শনিবার। সেখানেই তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, শাহজাহানের বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ নেই। নয়তো গ্রেপ্তার করা হত।

শাহজাহানের আইনজীবী জানিয়েছেন, রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিল ইডি, তাতে তাঁর মক্কেলের নাম ছিল বলে দাবি করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ওই আইনজীবীর প্রশ্ন, তাতে যদি শাহজাহানের নাম থাকে, তা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেন ডাকেনি ইডি?

শাহজাহান আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে বলেন, 'আমি রাজনীতিক বলে এটা করা হয়েছে। ওঁদের (ইডি) কাছে পিএমএলএ (টাকা নয়ছয়)-এর ১৭ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়েরের মতো তথ্যপ্রমাণ নেই নেই। এটা উইচ হান্ট। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ফ্রেম করা হচ্ছে।' পরের শুনানিতে ইডি তাদের যুক্তি জানাবে। গত ৫ জানুয়ারি শাহজাহানের সন্দেশখালির বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। অভিযোগ, ওই তৃণমূল নেতার 'অনুগামী'দের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন ইডি আধিকারিকেরা। ইডির দাবি, সে দিন ঘরের ভিতরেই ছিলেন শাহজাহান। তিনিই ফোন করে বাইরে 'অনুগামী'দের জড়ো করেছিলেন। সে দিন শাহজাহানকে সমন পাঠানো হয়নি। এর পর দ্বিতীয় বার তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। সে দিন উল্লেখযোগ্য কিছু মেলেনি। শাহজাহানের আইনজীবী দাবি করেছেন, সে দিনও সমন পাঠানো হয়নি। তার পর ছ'দিন অপেক্ষা করা হয়। ইডির হাতে সে রকম তথ্যপ্রমাণ থাকলে অবশ্যই সমন পাঠানো হত। পরিবর্তে নোটিস সাঁটিয়ে এসেছে ইডি। ২৯ জানুয়ারি হাজিরা দিতে বলেছিল। যদিও শাহজাহান সে দিন হাজিরা দেননি। এর পরেই আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আইনজীবীর দাবি, সমন না পাঠিয়েই লুকআউট নোটিস জারি করা হয়েছে। তাঁর মক্কেলের আশঙ্কা, ইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইছে।

আইনজীবী দাবি করেছেন, রেশন দুর্নীতি নিয়ে ইডির এফআইআর বা চার্জশিটেও তাঁর মক্কেলের নাম নেই। গত ১৬ ডিসেম্বর জ্যোতিপ্রিয় (বালু)-এর থেকে চিঠি উদ্ধার করে ইডি। ১৯ ডিসেম্বর তাঁর বয়ান নেওয়া হয়। ৫ জানুয়ারি শাহজাহানের বাড়ি তল্লাশিতে যায় ইডি। আইনজীবীর মাধ্যমে শাহজাহানের বক্তব্য, 'এর মাঝে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারত। আমার নাম রয়েছে। তা-ও বয়ান নেয়নি কেন ইডি?' প্রসঙ্গত, প্রথম হাজির এড়ানোর পর শনিবার ই-মেল করে ফের শাহজাহানকে দ্বিতীয় হাজিরার জন্য তলব করা হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি সল্টলেকে ইডির দফতরে হাজির দিতে হবে তাঁকে। 'নিখোঁজ' নেতা সেদিন কি যাবেন? সেটাই প্রশ্ন।

নিখোঁজ বালকের দেহ মিলল পুকুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর পুকুর থেকে মিলল আট বছরের ছেলের দেহ। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটিতে দেহ উদ্ধারের পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিটি রোডে বিক্ষোভ চলে। স্থানীয়দের দাবি, দেহটি যখন উদ্ধার করা হয়, তখন বাচ্চাটির হাত-পা বাঁধা ছিল। মুখে কাপড় গোঁজা ছিল। অভিযোগ, গত ৩০ জানুয়ারি ওই বালক নিখোঁজ হওয়ার পরেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়। কিন্তু পুলিশ সঠিক সময়ে পদক্ষেপ করলে তাকে বাঁচানো যেত। জানা গিয়েছে, শিশুটির বাবা রিকশা চালান। অভাবের সংসারে বড় হচ্ছিল সে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধন্দে সকলেই। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এমএলএ হোস্টেলে তৃণমূল বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন

ঘটনাস্থলে গেলেন স্পিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খোদ এমএলএ হোস্টেলে নিরাপত্তারক্ষীর রহস্যমৃত্যু! উচ্চ নিরাপত্তায় মোড়ে বিধায়কদের আবাসনে এমন ঘটনায় সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিড স্ট্রিটে এমএলএ হোস্টেলে বান্দোয়ানের তৃণমূল বিধায়ক রাজীব লোচন সোরেনের নিরাপত্তারক্ষীর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জয়দেব ঘড়াই। বছর ৩২-এর জয়দেব ঘড়াই রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। সূত্রের খবর, শনিবার ভোর ৫ টা নাগাদ এমএলএ হস্টেলের ২ নম্বর গেটের সামনে কোনও কিছু ভারী বস্তু পড়ার শব্দ শোনা যায়। এরপরই নজরে আসে ৪১৯ নম্বর ব্যালকনির নীচে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের বিধায়ক রাজীব লোচন সোরেনের নিরাপত্তারক্ষীর দেহ। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে চলে আসে পুলিশ। আসেন লালবাজারের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরাও। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছন ফরেনসিক টিমের বিশেষজ্ঞরাও। তবে কী কারণে মৃত্যু, কীভাবে পড়ে গেলেন ওই নিরাপত্তারক্ষী তা স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত করছে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ। এরই পাশাপাশি ফরেনসিক টিম দুর্ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে। তদন্তকারীরা ময়নাতদন্তের রিপোর্টেক অপেক্ষায় রয়েছেন।

এদিকে এই ঘটনার পর ঘিরে ফেলা হয় এমএলএ হস্টেল। কারণ, এমএলএ হস্টেল একটি হাই- সিকিওরড জোন। সেখানে কীভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানান, পরশু দিন ওই বিধায়ক এসেছেন। ওই বিধায়কের সঙ্গেই হস্টেলে এসেছিলেন তাঁর নিরাপত্তারক্ষী। তারপর ভোরবেলায় এই ঘটনা। এটা একটা দুর্ঘটনাও হতে পারে। তবে পুলিশ তদন্ত করছে। কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক জানান, প্রাথমিকভাবে এটাকে দুর্ঘটনা বলেই মনে করছেন। তবে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে কীভাবে এমএলএ হস্টেলের ছাদে গেলেন তিনি? নাকি এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা সম্ভব নয় বলেই দাবি তদন্তকারীদের। এদিকে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে যান। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমি এখানে এসে পুলিশের সঙ্গে কথা বললাম। কীভাবে ঘটনা ঘটল, তার তদন্ত করছে পুলিশ। তবে পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, উপর থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে। এখানকার নিরাপত্তারক্ষীরা দেহ পড়ে থাকতে দেখে ও পুলিশে খবর দেন। যে বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষী ছিল তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি।'

খোদ কলকাতায় পুলিশের বোর্ড লাগানো স্করপিও করে ব্যবসায়ী অপহরণ

পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার অপহৃত, ধৃত ৩

সিসিটিভি ফুটেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাত মোটে সাড়ে দশটা। সেই সময়ই কলকাতার বুকে অপহরণ করা হল এক তরুণ ব্যবসায়ীকে। লোকের চোখে ধুলো দিতে অপহরণে ব্যবহৃত গাড়িতে লাগানো হয়েছিল পুলিশের বোর্ড। তবে পুলিশি তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে অপহৃত ব্যবসায়ীকে। অপহরণে ব্যবহৃত গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। জেমস লং সরণিতে রেললাইন বাজার এলাকা থেকে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম বিপ্লব পাত্র ওরফে ভিক্টর, অশোক মাজি ও অরুণাংশু দাস। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার দুই সঙ্গীর সঙ্গে হরিদেবপুরের কবরডাঙা ক্রসিংয়ের কাছে একটি পানশালার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন নীতীন শাহ নামে আজাদগড়ের ওই ব্যবসায়ী। সঙ্গে ছিলেন দুই বন্ধুও। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে দশটা হবে। সেই সময়েই পুলিশের বোর্ড লাগানো একটি সাদা স্করপিও গাড়িতে চড়ে বেশ কয়েকজন আসে। নীতীনকে গান পয়েন্টের সামনে রেখে গাড়িতে তোলা হয়। শুধু তাই নয়, ২০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণও চায় অপহরণকারীরা। তবে গোটা ঘটনাটি ওই পানশালা সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। তাতে দেখা যায়, নীতীনকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন তাঁর বন্ধুরা। কিন্তু বন্দুকের ভয় দেখিয়েই তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে এই গোটা কাণ্ডটি ঘটানো হয় অত্যন্ত প্ল্যানিং করে। কারণ, পানশালার বাইরে থাকা যে স্করপিও গাড়িটি অপহরণের জন্য ব্যবহার করা হয় তার ড্যাশবোর্ডে লাগানো ছিল পুলিশ নামে একটি বোর্ড। পুলিশ লেখা থাকায় গাড়িটি নিয়ে কেউ যে সন্দেহ করবে তার পরিকল্পনা হয়েছিল আগে থেকেই। আর এই সুযোগেই গাড়িতেই ব্যবসায়ীকে তুলে অপহরণ করে অভিযুক্তরা, এমনটাই ধারনা তদন্তকারী পুলিশের আধিকারিকদের। এরপর এই ঘটনা রাত ১০টা ৩৭ নাগাদ জানতে পারে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। এরপরই ঘটনার তদন্তে নামে হরিদেবপুর থানা। ওসির নেতৃত্বে তিনটি পুলিশের দল বিশেষ অভিযান চালায়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ও মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে ওই স্করপিও গাড়ির খোঁজ শুরু করে পুলিশ। এদিকে পুলিশ ধাওয়া করেছে তা বুঝতে পেরে অপহরণকারীরা ওই ব্যবসায়ীকে গাড়ির মধ্যেই ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এরই সূত্র ধরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অপহরণে ব্যবহৃত গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হন ব্যবসায়ী নীতীনও। এরই সূত্র ধরে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত বছর ৩৩-এর বিপ্লব পাত্র ওরফে ভিক্টর ঘোরুইপাড়ার বাসিন্দা। বছর ৪৬-এর অশোক মাজি এবং বছর ৪২-এর অরুণাংশু দাস এমজি রোডের বাসিন্দা। ওই যুবককে কোনও পুরনো শত্রুতায় অপহরণ করা হল নাকি শুধু মুক্তিপণ লাভের আশায়, উঠছে প্রশ্ন। এদিকে হরিদেবপুর থানা সূত্রে খবর, এর পাশাপাশি বাকি দুই অভিযুক্তেরও খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

E-Tender

E-tenders are invited by the Pradhan, Betai -II Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity) P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 18/2023-24/B-II/5TH SFC (TIED),19/2023-24/B-II/5TH FC (UNTIED), 20/2023-24/B-II/5th SFC(TIED)** Last date of submission **13.02.2024 up to 11 a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

S/d- Pradhan,
Betai -II Gram Panchayat.

CHANGE OF NAME

I Srikanto Chowdhury S/o Late Basudeb Chowdhury resident of 181/20 Raja Rammohan Roy Road, Behala, Kolkata - 700041. In my driving License vide no. WB-01199318823 my name is wrongly recorded as Srikanta Chowdhury. By dint of Affidavit No. 4682 Before 1st Class Judicial Magistrate at Alipur Court Dt. 25/01/2024. Srikanto Chowdhury and Srikanta Chowdhury are the same and one identical person.

PUBLIC NOTICE

Through this General Public it is hereby informed that my client **SMT BISHAKHA GUPTA** wife of Sri Narendra Kumar Gupta and **SHRI NARENDRA KUMAR GUPTA**, son of Janki Prasad, both are residing at 42, Moulana Abul Kalam Azad Road, Pincode 711101, Golabari Police Station, District Howrah, have lost their **Original Sale Deedexecuted by M/s Prakash Builders in the favour of Mr. Satpal Kaur Gulati vide deed bearing no. 4849 for the year 1993,same was registered in the office of D.S.R-I, Howrah Office** and another **Original Sale Deed executed by Mr. Satpal Kaur Gulati in the favour of Mr. Suresh Chandra Shah vide deed bearing no. 3915 for the year 1996, which was registered in the office of D.S.R-I, Howrah Office West Bengal.** The report of the same has been lodged at the Golabari Police Station on **14.10.2023 Vide G.D. No. 2093** with respect to mentioned schedule property.
If found, kindly inform to Mr. **NARENDRA KUMAR GUPTA**, Phone No. +91 8334904121.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

ALL THAT piece and parcel of a residential flat no. 6-D measuring about 602 Sq.ft. lying and situated at holding No. 42, MoulanaAbulKalam Azad Road, Pincode 711101, Golabari Police Station, District Howrah, West Bengal

From & Regards
Anita Sarswat, Advocate

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

বিজ্ঞপ্তি

দরখাস্তকারীঃ- আমার মক্কেল- শ্রী পার্থ কুমার মল্লিক, পিতা- মনি কুমার মল্লিক, সাং- ১৫/ ১১৮৮, গোয়ালটুলী রোড, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৩।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাহার প্রথমা স্ত্রী স্বর্গীয় প্রতিভা ঘোষের কন্যা হইতেছেন উপরোক্ত দরখাস্তকারীর মাতা স্বর্গীয় আঙ্গুরবালা মল্লিক মহাশয়া। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আঙ্গুরবালা মল্লিক মহাশয়া বিগত ইংরাজী ১৩/০৭/১৯৫৯ দিবসে বে-উইল অবস্থায় তাহার একমাত্র পুত্র পার্থ কুমার মল্লিক মহাশয়কে এবং দুই কন্যা যথা রীমা ঘোষ এবং সীমা ঘোষ মহাশয়াগণকে তাহার বিধিসিদ্ধ ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। প্রকাশ থাকে যে, অত্র দরখাস্তকারীর পিতা তথা উক্ত আঙ্গুরবালা মল্লিক এর স্বামী মনি কুমার মল্লিক আঙ্গুরবালা মল্লিক- এর মৃত্যুর পূর্বেই অর্থাৎ বিগত ইংরাজী ২৯/০২/১৯৫৬ দিবসে গত হয়েন। এক্ষণে উক্ত পার্থ কুমার মল্লিক, রীমা ঘোষ এবং সীমা ঘোষ ব্যতীত আঙ্গুরবালা মল্লিকের অপর কোন ওয়ারিশ নাই। অত্র বিষয়ে কাহারও কোনরূপ ওজরাপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার পাইবার দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরোক্ত ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট সাকিমে যোগাযোগ করিবেন, নচেৎ অত্র সময়ান্তে কাহারও কোন বক্তব্য বা ওজরাপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং বিজ্ঞপ্তির সকল বক্তব্য সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে।

বিনীত
Tapas Kumar Mondal
Advocate
Hooghly Judges' Court,
Chinsurah, Hooghly
03-02-2024

বিজ্ঞপ্তি

দরখাস্তকারীঃ- আমার মক্কেল শ্রী মলয় ঘোষ, পিতা- খগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং- ৪৬ চারুচন্দ্র রায় লেন (উড়িয়া পাড়া), বাগবাজার, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীর পিতা স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাহার জীবদ্দশায় দুইটি বিবাহ সম্পন্ন করেন। প্রথম স্ত্রী গত হইবার পর উক্ত খগেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত কাত্যায়নী ঘোষের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত কাত্যায়নী ঘোষ বিগত ইংরাজী ২৩/০৬/১৯৭৪ দিবসে বে-উইল অবস্থায় তাহার একমাত্র পুত্র মলয় ঘোষ (অত্র দরখাস্তকারী) ও এক কন্যা ইরা ঘোষ এবং স্বামী খগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ও মহাশয়াগণকে বিধিসিদ্ধ ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পরবর্তীকালে খগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বিগত ইংরাজী ২৫/০৯/১৯৭৬ দিবসে পরলোক গমন করেন। এক্ষণে উক্ত মলয় ঘোষ ও ইরা ঘোষ ব্যতীত কাত্যায়নী ঘোষের অপর কোন ওয়ারিশ নাই। অত্র বিষয়ে কাহারও কোনরূপ ওজরাপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার পাইবার দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরোক্ত ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট সাকিমে যোগাযোগ করিবেন, নচেৎ অত্র সময়ান্তে কাহারও কোন বক্তব্য বা ওজরাপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং বিজ্ঞপ্তির সকল বক্তব্য সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে।

বিনীত
Tapas Kumar Mondal
Advocate
Hooghly Judges' Court,
Chinsurah, Hooghly
03-02-2024

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি । ২০শে মাঘ, নবমী তিথি। রবিবার। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র ও বিংশোত্তরী শনির মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বৃহস্পতি বুধ অনুকূলে আছে। আজ জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ব্যাবসায়ী অধ্যাপক চিকিৎসক ব্যাবসায়ীদের জন্য অতীব শুভ দিন। কোনো প্রতিষ্ঠিত পুরুষ বা মহিলা দ্বারা কিছু সুযোগ বৃদ্ধি। ভাগ্য প্রবর্তনশীল চাকরি ছাড়বেন ভাবছেন, বাবসাতে শুভ হবে। তবে গ্রহ অবস্থান দেখে নিয়ে কাজ করুন।

বৃষ রাশি : আজ একটু বেগ পেতে হবে। দিনটি কষ্টকর। কর্ম ক্ষেত্রে আপনার বস আপনার ওপর সন্তুষ্ট নয়। বিবাহিত জীবন আজ সুখকর নয়। গুপ্ত কথা প্রকাশে আস্তে পারে। যে মহিলাকে আপন করতে চাইছেন তিনি কি আপনার সত্যি করের আপন। কষ্টসহিষ্ণুতা আপনার একটি মহৎ গুন্। একটু ধৈর্য ধরুন সময় আসবে।

মিথুন রাশি : আপনার উদারতা এবং পরদুঃখ কাতরতা আজ আপনাকে সম্মান পাইয়ে দেবে। প্রতিপত্তি বিস্তার হবে ,নাম,যশ বৃদ্ধি হবে। যারা প্রশাসন বিভাগে কাজ করছেন তারা মন কে স্থির করুন আজ আত্ববিশ্বাস বৃদ্ধি হবে বিশেষ লাভ পাবেন।

কর্কট রাশি : আজ আপনার অদ্ভুত খেয়ালের জন্য সম্মান প্রাপ্তি নিশ্চিত। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতা ,ভাবপ্রবণতা, দ্বারা সকলের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ হবে। যে মানুষরা আপনার সান্নিধ্য পেতে চায়ে তাদের থেকে আজ শুভত্ব প্রাপ্তি হবে। প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম পাওয়ার নেশা আজ আপনার মধ্যে কিছু ভালো তৈরী করবে।

সিংহ রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। আজ আপনার উদ্দীপনা, সাহসিকতা, সবার প্রশংসা কুড়োবে। বন্ধু ভাগ্য ভালো। আজ সহজেই বন্ধুত্ব লেভার দ্বারা শুভ হবে। আপনি যেমন বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন আজ এই রকমই কয়েকজন বন্ধু আপনার পশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

কন্যা রাশি : ভবিষৎ সম্পর্কে আপনার উদাসীনতা আজ কোনো মানসিক দুঃখ দিতে পারে। ঠিকাদারি কাজে যারা আছেন আজ কোনো ক্ষতির সোমুখহীন হতে পারেন। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন।

তুলা রাশি : শিক্ষক উপদেষ্টা সরকারি বেসরকারি কর্মচারী দের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আটকে থাকা কোনো কাজ হটাৎ হয়ে পরবে । পরিবারে আপনার বুদ্ধির দ্বারা দীর্ঘদিনের আটকে থাকা জট আজ খ ুলতে পারে। নিখুঁত ভাবে কাজ করার জন্য আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধ হবে ক ্মক্ষেত্রে।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যের গাফিলতিও করলেও আজ এমনি এক শুভ দিন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আজ আপনার প্রশংসা করবে। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে না রেখে আজ গুপ্তত শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবেন। আয়কর বিক্রয়কর সামাজিক বিবাদের কাজ শস্য জাতীয় বিভাগের কাজের আজ আর্থিক লাভ নিশ্চিত। যারা কারিগরি বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করছেন তাদের আজ শুভ দিন।

ধনু রাশি : বৃহস্পতির কৃপা পাবেন আজকে। উদারতা ও ক্ষমা আপনার এই দুই মহৎ গুনের জন্য আজ আপনি সম্মান পাবেন। সমাজ সেবায় সুনাম হবে। কোনো রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। সাহিত্য চর্চা, ও স্টেশনারি দোকান যাদের আছে তাদের আজ শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ পরিবার পরিজন থেকে ছোট ঘটনা নিয়ে বড়ধরণের বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দেব দেবীর মন্দিরে না গিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। শশুর তৃতীয় ব্যাক্তি দ্বারা আজ মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। মন সন্দেযুক্ত হওয়ার কারণে যার উপর সন্দেহ করছেন তিনি কিন্তু সন্দেহের উর্ধে। বিশ্রাম নিন তবে অতি বিশ্রামে শরীর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

কুম্ভ রাশি : ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। নৈরাশ হতাশা কেটে সন্তান এবং পরিবারের সদসদের ব্যাবহারে আনন্দ বৃদ্ধি। যেহেতু শুভ দিন সেহেতু আজ কিছু বড়ো কাজ করবেন ভেবেছিলেন সেটি শুরু করতে পারেন। শশুর বাড়ির কোনো বয়স্ক সদস্যের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। ফোন,ফ্যাক্স দ্বারা কোনো যোগাযোগে অর্থ বৃদ্ধি নিশ্চিত।

মীন রাশি : পরিবারে বিতর্ক বিবাদ বিসংবাদ চলবে। ধৈর্য সহ পিত মাতার কথা শুনলে সমস্যার পথ বেরোবে। বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো স্পিরিচুয়াল গুরুর বাককে সমর্থ করার জন্য লাভ প্রাপ্তি। সন্তাননেই সফলত্যে আনন্দ প্রাপ্তি। গুপ্ত শত্রুর মোকাবিলা করে রুখে দিতে পারবেন। সিংহ, কন্যা, ও কুম্ভ রাশির জাতক থেকে সতর্কপ থাকুন। ধৈর্য ধরলে পরিবার থেকে বড়ো রকমের সমস্যা থেকে মুক্তি।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোল প্লাজায় গাড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার হাওড়ার দিকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোলপ্লাজাতে চলমান গাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। ভয়াবহ আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল গাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোল প্লাজায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল ছড়ায়। টোল প্লাজার ১৮ নম্বর কাউন্টারের কাছে আগুন লেগে যায় গাড়িতে। দাউ দাউ করে চার চাকা গাড়িটি জ্বলতে থাকে। আগুনের ফুলকি দেখতে পেয়েই গাড়ির দুই আরোহী গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। গাড়ির আগুন জল দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করেন প্লাজার কর্মীরা। কিন্তু তাদের কাছে আগুন নেভানোর পর্যাপ্ত জল বা সামগ্রী ছিল না। ফলে আগুন গোটা গাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় দমকল এবং সেতুর উপর কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের। সূত্রের খবর, গাড়িটি কলকাতার গিরিশ পার্ক থেকে হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল। টোলপ্লাজাতে এসেই ঘটনাটি ঘটে। গাড়িতে দু'জন আরোহী ছিলেন তারা নিরাপদে রয়েছেন। গাড়ির মালিক প্রিয়ম শর্মা বলেন, 'আমি ও আমার স্ত্রী গিরিশ পার্ক থেকে হাওড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। টোল প্লাজায় আসার পরে আমাদের গাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। তখন আতঙ্কে আমরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। সেই সঙ্গে গাড়িতে যে সমস্ত জিনিসপত্র ছিল সেগুলি আমরা তাড়াতাড়ি সঙ্গেবাইরে বের করে আনি। যদিও গাড়ির পেছনে থাকা সুটকেস বাইরে বের করতে পারিনি।' তিনি আরও বলেন, 'গাড়ি থেকে নেমে পিছনে তাকাতেই দেখি গাড়ির সামনের দিকে আগুন জ্বলছে। এরপর টোল প্লাজার লোকজন দমকলে খবর দেন। যদিও দমকল আসার আগে গোটা গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এমন ঘটনার জেরে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। টোল প্লাজার কর্মীরাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।' দমকল ও পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে গাড়িতে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই আগুন লেগেছে। দমকলের স্টেশন অফিসার সন্দীপ চক্রবর্তী বলেন, 'আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এনে আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। গাড়ির বেশিভাগ অংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কেউ আহত হয়নি। শট সার্কিট থেকে গাড়িতে আগুন লেগেছে।' গোটা গাড়িটাই আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

কলকাতা ও হাওড়ার যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম এই দ্বিতীয় হুগলি সেতু। রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় নবান্নে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও ভিভিআইপিদের অনেকেই এই সেতু ব্যবহার করেন। ফলে সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু। আর সেখানেই এহেন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার জোরে সেতুতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। পরে গাড়িটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কুয়াশার দাপট অব্যাহত দক্ষিণবঙ্গে, মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার সকালে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে চারপাশ। শীতের কামড় না থাকলেও অনুভূত হয় এক স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার দাপট থাকবে। দু-এক জায়গায় ঘন কুয়াশার সতর্কতাও জানানো হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে। সতর্ক করা হয়েছে দৃশ্যমানতা নিয়েও। ৫০ মিটারে নেমে আসতে পারে এই দৃশ্যমানতা। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, রবিবার থেকে দু'দিনে তাপমাত্রা কমতে পারে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পরের তিন দিনে আবার তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার অর্থাৎ, ৬ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণবঙ্গের কার্যত সব জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় হাল্কা বৃষ্টি হতে পারে।

শনিবার কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুক্রবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫৯ থেকে ৯৪ শতাংশ। রবিবার কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ১৯ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, আগামী দু'দিনে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় রাতের তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাবে। পরবর্তী তিনদিনে আবার রাতের তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে।

কসবার শান্তিপল্লিতে অশান্তির কারণ এক জিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কসবা: কসবার শান্তিপল্লির বসতি এলাকায় অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি জিম। স্থানীয় বাসিন্দাদের রীতিমতো বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে এটি। সূত্রে খবর, কসবা রাজডাঙার শান্তিপল্লির অধিকাংশ প্লট কেএমডিএ-র। মূলত বসতির জন্যই ওই প্লটগুলি দেওয়া হয়। আর এই প্লটগুলির মালির বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তাঁরা অনেকেই বাড়িও করেছেন ওই এলাকায়। এদিকে এই কিন্তু বসতি এলাকায় গড়ে উঠেছে এক জিমও। তবে ঠিক কী করে এই জিম তৈরি হল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্নও। আর এই প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারাই। শুধু তাই নয়, স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই জিমে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিকট আওয়াজ হয়। তাতে বাসিন্দাদের অসুবিধে হয়। জিম লাগোয়া দু'তিনটি বাড়িতে অসুস্থ প্রবীণরাও রয়েছেন। আওয়াজের চোটে তাঁদের রাতের ঘুম ছুটছে। সম্প্রতি বাসিন্দারা প্রতিবাদ করলে জিমের লোকজন তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। এক প্রবীণ ব্যক্তিকে মারধরও করা হয়। কসবা থানায় বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। শান্তিপল্লির বাসিন্দা প্রদীপ মজুমদার জানান, জিমের অত্যাচারে তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। জিম নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে। কসবা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তদন্ত চলছে। তবে এ নিয়ে জিম কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য মেলেনি।

ডোমজুড়ে থার্মোকল কারখানাতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমজুড়: শনিবার হাওড়া ডোমজুড় একটি থার্মোকল কারখানায় সকাল দশটা নাগাদ কারখানার গোডাউনে হঠাৎ আগুন লাগে। আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গোডাউনের জমানো থার্মোকল। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে টিনের তৈরি কারখানার শেড ভেঙে পড়ে যায়। কর্মচারীরা প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগলেও গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টাতে কারখানার কর্মীরা এবং দমকল কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও ঠিক কি কারণে আগুন লাগল তা এখনো স্পষ্ট নয়। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা। ঘটনাতে কারোর আহত হওয়ার খবর নেই।

মুখ্যসচিবকে সমন, জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনে বৃহস্পতিবার হাজিরার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের মুখ্যসচিবকে সমন পাঠাল জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন। ৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে ওবিসি কমিশনের অফিসে তলব করা হয়েছে বাংলার মুখ্যসচিবকে। ওই দিন দুপুর দুটোয় তাঁকে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে ওবিসি কমিশনের অফিসে। প্রসঙ্গত, ওই দিনই আবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করা হবে। ঠিক সেদিনই কেন রাজ্যের মুখ্যসচিবকে হঠাৎ জরুরি তলব করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও কমিশনের চিঠিতে এর একটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে , গত বছর ৬ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকার ৮৭টি জাতিকে অনগ্রসর শ্রেণি বা ওবিসি হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যের তরফে বেশ কিছু তথ্য জানতে চেয়েছিল জাতীয় ওবিসি কমিশন।

সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য তলব করা হয়েছিল দিল্লি থেকে। কিন্তু ওবিসি কমিশনের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনও এই বিষয়ক তথ্য জমা করা হয়নি। আর এই বিষয়টি বেশ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে ওবিসি কমিশন। এমন অবস্থায় তাই ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকাকে সশরীরে দিল্লিতে ওবিসি কমিশনের অফিসে হাজির থাকতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে ওবিসি কমিশনের তরফে সমনও জারি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নতুন বছরেই নতুন মুখ্যসচিব পেয়েছে বাংলা। হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর কার্যকালের মেয়াদ শেষের পর নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে নবান্নের অফিসের দায়িত্ব পেয়েছেন বি পি গোপালিকা। এর আগে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। অর্থাৎ, সেপ্টেম্বর মাসের যে সময়ের কথা কমিশনের তরফে বলা হচ্ছে, সেই সময় রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসেবে তিনি দায়িত্বে ছিলেন না। তবে কমিশনের যুক্তি, অনেকদিন কেটে যাওয়ার পরও রাজ্যের তরফে তারা তথ্য পায়নি। এমন অবস্থায় তাই সশরীরে মুখ্যসচিবকে কমিশনের অফিসে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান-আরামবাগ রোডে ফের দুর্ঘটনা।

জানা গিয়েছে, শনিবার আরামবাগের দিক থেকে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রাক্টর। মিরেপোতা বাজার ইন্দুটি ঢালের কাছে আসতেই ওয়েব্রিজে কর্মরত এক শ্রমিককে ধাক্কা মারে ওই ট্রাকটরটি। ট্রাক্টরের ধাক্কায় কথার্যত ছিটকে পড়ে যান ওই ব্যক্তি। দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং সেহারা বাজার ফাঁড়ির পুলিশ ও সেহারা বাজার ট্রাফিক পুলিশ কে খবর দেন। দুর্ঘটনা স্থলে পৌঁছে সেহারাবাজার পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ ও সেহারাবাজার ট্র্যাফিক ওসি ও কর্মীরা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে।

ট্রাকের গতিবেগ বেশি থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র শোরগোল শুরু হয়ে যায় গোটা এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর চাউর হতেই ভিড় জমে যায় ওই এলাকায়। এলাকাবাসীর দাবি, বর্ধমান-আরামবাগ রুটে প্রায় প্রত্যেকদিন দুর্ঘটনা যেন লেগেই রয়েছে। বারবার সতর্ক করা হলেও হুঁশ ফিরছে না গাড়ির চালকদের। তার ফলশ্রুতিতেই মাঝেমধ্যেই ঘটছে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। এই রকম ঘটনা ঘটায় প্রশাসন কিংবা গাড়ি চালকদের, হুঁশ ফিরবে কবে? প্রশ্ন জাগছে সাধারণ মানুষের মনে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এ রাজ্যের জন্য ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের লক্ষমাত্রা নাবার্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্যে কৃষি,ক্ষুদ্র শিল্প সহ বিভিন্ন অগ্রাধিকার খাতে ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের লক্ষমাত্রা ধার্য করল নাবার্ড। যা বিগত বছরের তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ বেশি। নাবার্ডের উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত স্টেট ক্রেডিট সেমিনারে একথা জানিয়েছেন নাবার্ডের পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক শাখার সিজিএম ঊষা রমেশ।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে সব থেকে বড় সমস্যা। সেই কথা মাথায় রেখেই কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বিভিন্ন অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে এই ঋণ দেওয়ার লক্ষমাত্রা রাখা হয়েছে। 'স্টেট ফোকাস পেপার' এর উদ্বোধন করে রাজ্যের মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে এই ঋণ কৃষকদের সহযোগিতা করবে। এদিনের আলোচনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এ রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ড. মনোজ পন্ত, কৃষি বিভাগের প্রধান সচীব ওঙ্কার সিং মিনা, স্টেট ব্যাংকের সিজিএম প্রেম অনুপ সিনহা প্রমুখ।

কাজের দাবিতে আন্দোলনে কাঁকসার বেকার যুবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার কাজের দাবিতে আন্দোলনে নামলেন কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামের পায় ১১৫ জন বেকার যুবক।

একদিকে কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া, অপর দিকে দূষণের জেরে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে চাষবাস তেমন হয় না বলে দাবি। তাঁদের দাবি, এর ফলে কর্মদিন হয়ে পড়েছেন কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামের যুবকরা। কাজ পাওয়ার আশায় অনেকেই জমি দিয়েছিলেন শিল্পের জন্য। কিন্তু সেই আশা আর পূরণ হয়নি জমিদাতাদের পরিবারের সদস্যদের। বারবার কাজের দাবি জানিয়েও কাঁকসার বাঁশকোপা শিল্পতালুকের বেসরকারি কারখানায় মিলছে না বলে অভিযোগ। অবশেষে শনিবার সকাল থেকে কাঁকসার বাঁশকোপার একটি বেসরকারি কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভে বসেন তাঁরা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামের বহু মানুষ শিল্প গড়ার জন্য জমি দিয়েছেন। গ্রামের বহু বেকার যুবক কাজ পাবে ভেবেছিলেন। সেইমতো তাঁরা অস্থায়ী কাজ পেলেও তাঁদের স্থায়ী না করে উলটে প্রায় একবছর আগে তঁদের কাজ থেকে বার করে দিয়ে বহিরাগতদের কাজে নিযুক্ত করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। বহুবার তাঁরা কাজের দাবি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এই বিষয়ে তারা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক সহ লেবার কমিশনের কাছেও লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। তার পরেও তাঁদের কাজের কোনও ব্যবস্থা হয়নি বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা ওই বেসরকারি কারখানার গেটের সামনে কাজের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

সাটসা, পশ্চিমবঙ্গের ৭৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সাটসা মুখপত্রের বার্ষিক প্রযুক্তি সংখ্যা ২৮ এর প্রকাশ করলেন কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত আছেন কৃষি অধিকর্তা প্রভাত কুমার বোস, সাটসা, পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি শরদিন্দু পাল, সাধারণ সম্পাদক সুমন সেন ও সাটসার অন্যান্য সহ সভাপতিরা। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার ও কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ওংকার সিং মীনা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২০ মাঘ ১৪৩০ রবিবার

প্রশ্নপত্র ভাইরালের ঘটনায় মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল ১২ জন পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় মোট ১২ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা পুরোপুরি বাতিল করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, চক্রান্ত করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছে। শুক্রবারের পর শনিবারও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র। পরীক্ষা শুরুর ৪৫ মিনিটের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে সামনে আসে প্রশ্ন। শনিবার পরীক্ষা শুরু হয় ৯টা ৪৫ নাগাদ। ১১ টা থেকে থেকে সাড়ে এগারোটা মধ্যে প্রশ্ন বেরিয়ে যাওয়ার কথা পর্ষদের কাছে পৌঁছায়। এই ঘটনায় কার্যত ক্ষুব্ধ পর্ষদ। এরপরই বারো জনের পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করে বোর্ড। সূত্রে খবর, এরা সকলেই মালদার। আর এরাই এই প্রশ্নপত্র বের করে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন, 'উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে বোর্ডকে বিপদে ফেলার জন্য এটা করা হচ্ছে।' এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এই বারো জন ছাড়া আরও কয়েক জনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গয়েশ্বরী প্যারীভুবন শিক্ষা নিকেতন এবং ভগবানপুর কেবিএস হাইস্কুল। তালিকায় রয়েছে জলপাইগুড়ি আমবুড়ি রামমোহন হাইস্কুলের নামও। সেখানে ১ জনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। নাম রয়েছে বর্ধমানের শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যানিকেতন সেখানে কাটোয়া কাশীরাম দাস স্কুলের। ১ জনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছিল। বোল্লা রাজকিশোরী হাইস্কুলের ১ জনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। মালদার পাঁচকড়িতলা হাইস্কুলের ১ জনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ পরীক্ষার হলে ফোন নিয়ে ঢুকেছিল। কেউ পরীক্ষার নিয়ম মানেনি বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, শুক্রবার প্রশ্ন 'ফাঁস' হওয়ার পর ২ জনের পরীক্ষা বাতিল করে পর্ষদ। মূলত, কিউ আর কোড দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছিল। এরপর এদিন দেখা যায়, এই কিউ আর কোডগুলি লাল কালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয় নিয়েও মুখ খোলেন পর্ষদ সভাপতি। বলেন, 'এই পরীক্ষাকে বিঘ্নিত করতে চাইছে কেউ-কেউ। আমরা চেষ্টা করছি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হয়। বোর্ডকে বিপদে ফেলার জন্য এটা করা হচ্ছে। আমার কাছে প্রমাণ আছে এরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে পরীক্ষাকে বিঘ্নিত করার জন্য করছেন। এটা শুধুমাত্র কয়েকজন দুষ্টু ছেলে করছে তা নয়, এটা একটা চক্রান্ত।' তবে এই প্রসঙ্গে রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় এও মনে করিয়ে দেন, কারও পরীক্ষা বাতিল করে কোনও আনন্দ নেই। বোর্ড চায় না এই পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হোক। কিন্তু এটা চক্রান্ত। অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের আধঘণ্টার মধ্যে এদের লোকেট করা গিয়েছে বলে জানান পর্ষদ সভাপতি। এরপরই তিনি তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে জানতে চান, 'প্রশ্নপত্রে লাল কালি লাগানো হল কেন? আমাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে? আমি ধরতে পারব কি না!'

ধর্মতলা থেকে পাকাপাকি সরানো হচ্ছে বাসস্ট্যান্ড

নতুন বাস টার্মিনাস নিয়ে হয়নি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার ধর্মতলা থেকে পাকাপাকি সরছে বাসস্ট্যান্ড। তবে একবারে নয়, ধাপে ধাপে শহরের এই অন্যতম ব্যস্ত এই বাস টার্মিনাস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারই প্রথম ধাপ হিসাবে ৭০টি বাসকে বুধবার এসপ্ল্যানেড থেকে পার্কিংয়ের জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে বলা হল। এই বাস স্ট্যান্ড পাকাপাকিভাবে সরানো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছে। কলকাতা হাইকোর্টে এই প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট রায় রয়েছে। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সময় চেয়েছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। তবে কোথায় এই বাস টার্মিনাস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তা নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কারণ জমি চিহ্নিত করা হয়েছে, তবে তা তৈরি নয়।

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেলে গাড়িগুলি প্রথমে এসপ্ল্যানেড যাবে। সেখানে যাত্রীদের নামিয়ে দেবে এবং তারপর পার্কিংয়ের দিকে অগ্রসর হবে। উল্লেখ্য, পরিবেশের কথা মাথায় রেখে এসপ্ল্যানেড থেকে বাস স্ট্যান্ড সরানোর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এসপ্ল্যানেড থেকে বাস স্ট্যান্ড সরানো প্রসঙ্গে সম্প্রতি রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ডাকে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আয়োজিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি বাস মালিকরা, পূর্ত আধিকারিকরা, পরিবহণ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা। পরিবহণ দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন এবং পূর্ত দপ্তরের সচিব অন্তরা আচার্যও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এসপ্ল্যানেড বাস স্ট্যান্ডে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ বাস দাঁড়ায়। কিন্তু, দূষণ কমাতে সেখানে থেকে সরাতেই হবে সংশ্লিষ্ট বাসস্ট্যান্ড। জানা গিয়েছে, সাঁতরাগাছি এবং হাওড়ার ফোরশোর রোডের টার্মিনাসের কথাও বাস মালিকদের বলা হয়। কিন্তু, দূরত্বের জন্য সেই দুই টার্মিনাসে স্থানান্তরিত হতে রাজি হচ্ছেন না বাস মালিকরা। তবে এই দুই জায়গাতে স্থায়ীভাবে বাস টার্মিনাস হলে তাঁরা সেখানে সরানোর কথা ভেবে দেখবেন বলে জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি উল্টোডাঙাতে এনবিএসটিসি ডিপো এবং করুণাময়ী টার্মিনাসেও কিছু বাস সরানো যাবে কিনা, সেই বিষয়টিও ভেবে দেখা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পরিবহণমন্ত্রী জানান, 'উল্টোডাঙাতে যে টার্মিনাসটি রয়েছে তা অত্যন্ত ছোট। সেখানে খুব একটা বেশি সংখ্যক বাস রাখা সম্ভব নয়। আমাদের বড় জায়গাতেই দেখতে হচ্ছে। আপাতত আমরা সাঁতরাগাছিতে যাতে পরিকাঠামো তৈরি করা যায় সেই পরিকল্পনা করছি। পাশাপাশি ফোরশোর রোডে পরিবহণ নিগমের যে জায়গা রয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে তা সময় লাগবে। প্রাথমিকভাবে দূরপাল্লার বাসগুলিকে সরানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে কাঁকিনাড়ায় ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। মৃতের নাম রাজকুমার সাউ। তাঁর বাড়ি ভাটপাড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ৫ নম্বর রেলওয়ে সাইডিংয়ে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু ঘটনায় গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ। জানা গিয়েছে, কাঁকিনাড়া হাই স্কুলের সিট পড়েছে শ্যামনগর গুড়দহ ঋষি অরবিন্দ বিদ্যানিকেতনে। কাঁকিনাড়া হাই স্কুলের ছাত্র রাজকুমার পরীক্ষা শেষে শ্যামনগর স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরছিল।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কাঁকিনাড়া স্টেশনে ঢোকার আগে জগদ্দল ও কাঁকিনাড়া স্টেশনের মাঝে ট্রেন থেকে মুখ বাড়িয়ে থুতু ফেলতে গিয়ে পোস্টে ধাক্কা খেয়ে সটান নিচে পড়ে যায় ওই পরীক্ষার্থী। স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কল্যানীর জেএনএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। যদিও শেষরক্ষা হল না। জীবনের বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আগেই সকলকে কাঁদিয়ে ঘুমের দেশে পাড়ি দিল রাজকুমার। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় টোটো চালক অজয় কুমার সাউ বলেন, এদিন দুপুরে তিনি লাইনের ধারে একটি লাড্ডু কারখানায় তেল দিতে এসেছিলেন। টোটো থেকে তেলের ড্রাম নামানোর সময় ট্রেন থেকে এক ছাত্রকে তিনি নিচে পড়তে দেখেন। লাইনের ধারে বসে থাকা লোকজন গুরুতর জখম ছাত্রকে তাঁর টোটোয় চাপিয়ে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ওকে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। এদিকে ছাত্রের মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কাঁকিনাড়ার পাঁচ নম্বর রেলওয়ে সাইডিং এলাকায়।

ভাটপাড়ার সুকান্তপল্লি থেকে পাঁচটি তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গাড়ির নিচ থেকে ছয়টি তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ার সুকান্তপল্লির ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে ওয়ার্ড অফিসের সামনে পুরসভার সাফাই কর্মীরা আবর্জনা সাফাই করতে গিয়ে গাড়ির নিচে ব্যাগের মধ্যে বোমাগুলো দেখতে পান। ভাটপাড়া থানার পুলিশ এসে বোমাগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বাপ্পা বড়াল নামে স্থানীয় এক যুবককে পুলিশ আটক করেছে। তবে ওয়ার্ড অফিস ও সুকান্তপল্লির রক্ষাকালী মন্দিরের ঠিক উল্টোদিকে রাস্তার ধারে রাখা গাড়ির নিচে বোমা লুকিয়ে রাখার ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা। কি কারণে ওই যুবক ওখানে বোমা লুকিয়ে রেখেছিল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয় কাউন্সিলর সত্যেন রায় বলেন, ওয়ার্ড অফিসের পাশে একটা গাড়ির নিচে বোমাগুলো রাখা ছিল। সকালে কাজে আসা সাফাই কর্মীরা ওই বোমাগুলো দেখতে পান। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে স্থানীয় এক যুবককে পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

ভুয়ো শংসাপত্র বানিয়ে আধাসেনায় চাকরি, তদন্তে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার ভুয়ো শংসাপত্র বানিয়ে আধাসেনায় চাকরির অভিযোগ। আর এই অভিযোগ সামনে আসতেই ঘটনার তদন্তে নামল সিবিআই। এই অভিযোগের সূত্র ধরে, শনিবার কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার ৮ জায়গায় হানাও দেন সিবিআই আধিকারিকেরা। চলে তল্লাশিও। মূলত যে অভিযোগ সামনে এসেছে তাতে ভুয়ো ডোমিসাইল অর্থাৎ আবাসিক শংসাপত্র ব্যবহার করে আধাসেনায় নিয়োগ পেয়েছেন অনেকেই। এই অভিযোগের ভিত্তিতে হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত নেমেছে সিবিআই।

এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই সূত্রে খবর, শনিবার দুই জেলার মোট আট জায়গায় হানা দিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। ভুয়ো ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বা শংসাপত্র তৈরির চক্রের মাথাদের বাড়িতে চলে তল্লাশি। এর মধ্যে অন্যতম বসিরহাটের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রজতকান্তি মণ্ডল। তাঁর বাড়িতে যায় সিবিআইয়ের প্রতিনিধি দল। তিনি জেলাশাসকের দপ্তরের তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির দপ্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। শনিবার তল্লাশি করার জন্য সিবিআই কর্তারা আগাম তাঁরা যান বসিরহাট থানায়। সেখান থেকে বসিরহাট থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে যান বসিরহাট পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নৈহাটিতে। বাড়ির ভিতরে ৫ ঘণ্টা তল্লাশি চলে। এরপর বাড়ির সামনে একটি চারচাকা ও দুটি মোটর বাইকের মাইল মিটার থেকে শুরু করে সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করেন সিবিআই আধিকারিকরা। এরপর আবার ঘরে ভেতরে চলে যান। তদন্তের স্বার্থে কোনওরকম ভাবে মুখ খোলেনি সিবিআই কর্তারা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের বিরোধিতায় জোরালো সওয়াল সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁর কীর্তি আদালতে বিস্তারিত জানাল সিবিআই। সিবিআই-এর দাবি, কাকে কোন পদে নিয়োগ করা হবে, কাকে কোন পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, পার্থবাবুই ঠিক করতেন। তবে মন্ত্রী প্রকাশ্যে থাকতেন না। আড়াল থেকে নাড়তেন কলকাঠি। এমন ভাবে সব পরিকল্পনা করতেন, যাতে তিনি নিজে 'পিকচারে' না থাকেন। শনিবার আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে পার্থবাবুর জামিনের মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই সিবিআইয়ের তরফে জামিনের বিরোধিতা করে একথা জানানো হয়। যাঁরা এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন না, তাঁদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কোপে পড়তে হত। পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হত তাঁদের।

সিবিআই জানিয়েছে, পার্থবাবু নিজের বাড়িতে বৈঠক করে অনেককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন।

কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবী আদালতে বলেন, দুর্নীতির সম্পূর্ণ ছবিতেই রয়েছেন পার্থবাবু। আইনজীবী বলেন, শিক্ষা এমন একটা বিষয়, যা সমাজ গঠন করে। চিকিৎসক কোনও ভুল করলে রোগীর ক্ষতি হয়। কিন্তু এঁরা যে ধরনের অযোগ্য শিক্ষক এনেছেন, তাতে সমাজ কোন দিকে যাবে, ঠিক নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতেই সেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পরীক্ষা চলাকালীন খড়দায় অসুস্থ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

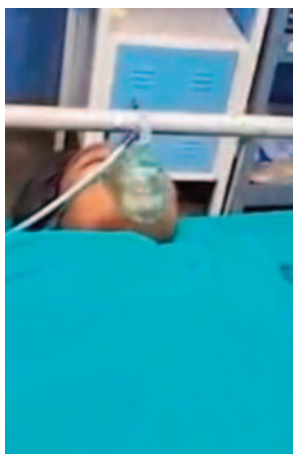

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়ল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। খড়দার সূর্যসেন শিক্ষা নিকেতন হাইস্কুলের ঘটনা। জানা গিয়েছে, খড়দার কল্যাণনগর বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস স্কুলের সিট পড়েছে খড়দা সূর্যসেন শিক্ষা নিকেতন হাইস্কুলে। শনিবার পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন কল্যাণনগর বিদ্যাপীঠ ফর গার্লসের ছাত্রী দেবস্মিতা চক্রবর্তী। পুলিশ জিপে করে অসুস্থ ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য আনা হয় খড়দার বলরাম পন্ডিত সেবামন্দির হাসপাতালে। অসুস্থ পরীক্ষার্থীকে দেখতে হাসপাতালে আসেন ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক। অসুস্থ ছাত্রীর পিতা দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, এদিন সকাল দশটায় পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। ১১-১৫ নাগাদ মেয়ের শ্বাসকষ্ট ও গ্যাস-অম্বলের সমস্যা দেখা দেয়। এরপর মেয়ে বমি করতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওকে চিকিৎসার জন্য খড়দার বলরাম পন্ডিত সেবামন্দির হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই হাসপাতালেই মেয়ের চিকিৎসা চলছে।

রাজ্যসভার নির্বাচনে বঙ্গ বিজেপির একজন প্রার্থীর জন্য বাছাই ৪ নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামনেই রাজ্যসভার নির্বাচন। রাজ্যসভার ভোটে একজন প্রার্থী দেওয়া হচ্ছে বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে। এই প্রসঙ্গে শনিবার বিজেপির সল্টলেকের রাজ্য অফিসে রাজ্যসভার প্রার্থী নিয়ে বৈঠকও হয়। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে বঙ্গ বিজেপি শিবির সূত্রে খবর। সঙ্গে বাছাই হয়েছে প্রার্থীদের নামও। প্রাথমিকভাবে পাঠানো হয়েচে ৪ জনের নাম। সেই নাম পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চূড়ান্ত শিলমোহর দেবে। তবে কোনও নাম ঠিক হয়েছে সে বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন পদ্ম নেতারা। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই প্রসঙ্গে জানান, 'নাম সংবাদমাধ্যমে বলার জন্য নয়। নিয়ম হচ্ছে, আমরা নাম বাছাই করেছি। দিল্লি সেটা খতিয়ে দেখবে।' এদিকে রাজ্যসভার নোটিফিকেশন আগামী ৮ তারিখ প্রকাশিত হবে বলে খবর। ৭ তারিখের মধ্যে নাম চূড়ান্ত হবে বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে, রাজ্যের বাজেট অধিবেশনে বিজেপি কী কী ভাবে এগোবে, কী কী করবে, তা নিয়ে আগামী ৬ তারিখ বৈঠকে বসবেন বিজেপির বিধায়করা। এদিকে আগেই নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি হবে রাজ্যসভার নির্বাচন। ১৫টি রাজ্যে হবে নির্বাচন। ৫৬টি আসনের জন্য চলবে ভোট। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি। যে ১৫ রাজ্যে ৫৬ আসনে নির্বাচন হবে তার মধ্যে ১৩ রাজ্যে ৫০ জন সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২ এপ্রিল। বাকি ২ রাজ্যে ৬ সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩ এপ্রিল। এর মধ্যে বাংলায় ৫ আসনে ভোট হতে চলেছে।

শঙ্করের নামে সমনই আসেনি, দাবি বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগের কথা আবারও অস্বীকার করলেন রেশন দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়া বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্য। শনিবার তাঁকে ফের আদালতে তোলা হয়। আর এদিনই আদালতে বিস্ফোরক দাবি করেন তাঁর আইনজীবী। তিনি জানান, শংকরের নামে আদতে কোনও নোটিসই পাঠায়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। যাঁর নামে নোটিস পাঠানো হয়েছিল আদতে তিনি অন্য এক ব্যক্তি।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, শনিবার শংকরকে তোলা হয় বিশেষ ইডি আদালতে। বিচারকের কাছে শংকরের আইনজীবী জানান, ইডি-র দাবি তাঁর মক্কেলের সঙ্গে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের যোগ রয়েছে। আর এই যোগাযোগ ব্যবসার জন্য সবার সঙ্গে রাখতেই হয়। সেই অর্থে তেমন যোগাযোগ ছিল না। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময় তিনি বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। এরপরও তাঁকে সরে যেতে হয়। আর এখানেই শংকর ওরফে 'ডাকু'র আইনজীবীর দাবি, যদি বালুর সঙ্গে তাঁর সখ্যতা থাকত তাহলে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরতে হত না। এরই পাশাপাশি আদালতে শংকরের আইনজীবী অভিযোগ করেন, প্রথমে তাঁর মক্কেলের কাছে ইডি-র নাম নিয়ে একটি নোটিস পাঠানো হয়। সেক্ষেত্রে একমাস সময় চাওয়া হয়। পরে জানতে পারা যায় ইডি কোনও নোটিস পাঠায়নি। নোটিসে থাকা কিউআর কোড যাচাই করে দেখা যায় সেখানে শংকর নয়, নাম রয়েছে রাকেশ সিং নামে এক ব্যক্তির। যদিও, এর প্রেক্ষিতে ইডি-র ডেপুটি ডিরেক্টর জানিয়েছেন, ওই সমন তাঁরা পাঠাননি। কীভাবে গিয়েছিল তার তদন্ত হবে।

এরই পাশাপাশি আবারও শংকরের শারীরিক অবস্থা নিয়ে আদালতে সওয়াল করেন তাঁর আইনজীবী। জেলে ঠিক মতো পরিষেবা মিলছে না বলেও অভিযোগ জানান। তবে জামিনের আবেদন করা হয়নি। অপরদিকে, ইডি-র তরফে আরও ১৪ দিনের জেল হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

নিখোঁজ বালকের দেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র উত্তেজনা আগরপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চারদিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে শনিবার হাত-পা বাঁধা, মুখে রুমাল গোজা অবস্থায় উদ্ধার বালকের মৃতদেহ। আর এই ঘটনাকে ঘিরে এদিন বিকেল থেকে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল আগরপাড়া নিউলাইন এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩০ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিল আগরপাড়া নিউলাইন এলাকার বাসিন্দা আট বছরের ইস্তাজ হোসেন। পরদিনই তাঁর পরিবারের তরফে খড়দা থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়েছিল। পুলিশ তদন্তে নেমে এদিন দুপুরে বন্ধ থাকা আল্লেন ডেয়ারী কারখানার ভেতরে জঙ্গলের ঘেরাটোপে থাকা একটি পুকুর থেকে ইস্তাজের দেহ উদ্ধার করেছে। নিখোঁজ বালকের দেহ উদ্ধার হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। আগুন জ্বালিয়ে বিটি রোড অবরোধ করে তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভের জেরে টানা এক ঘণ্টারও বেশি সময় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে শিল্পাঞ্চলের ব্যস্ততম বিটি রোড। অবশেষে পুলিশ অপরাধীদের ধরার আশ্বাস দিলে ক্ষিপ্ত জনতা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। যদিও স্থানীয়দের দাবি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এদিকে এদিন বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। বন্ধ কারখানার ভেতরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে তিনি পুকুরের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, পুকুর থেকে একটা বাচ্চার দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, কেউ শ্বাসরোধ করে বাচ্চাটিকে খুন করেছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওঁর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। কিভাবে ওই বাচ্চার দেহ বন্ধ কারখানার ভেতরে পুকুরে এল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ কমিশনার.আরও বলেন, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ কমিশনারের আশা, খুব শীঘ্রই তারা ঘটনার কিনারা করতে পারবেন। ঘটনায় জড়িতরা ধরাও পড়বে। এদিকে পুলিশ কমিশনার চলে যাবার পর সন্ধের দিকে ফের বিটি রোড অবরোধ করার চেষ্টা করেন এলাকার লোকজন। কিন্তু জমায়েত হতেই খড়দা থানার পুলিশ রাস্তা থেকে জনতাকে সরিয়ে দেয়।

সম্পাদকীয়

বিবেকানন্দের আত্মবিশ্বাসের মূলে ছিল তাঁর শুদ্ধ জ্ঞান

স্বামী বিবেকানন্দের বহু উপদেশের কথা আমরা সাধারণ মানুষ তলিয়ে দেখি না বলে প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যা করে বসি এবং জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া হয় বিরূপ। বিবেকানন্দ যে আত্মবিশ্বাসের কথা বলেছেন, সেটি কেবল কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা লাভের জন্য নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্য। এক জন প্রকৃত স্বাবলম্বী মানুষ বিফলতার জন্য কাউকে দায়ী করেন না, কিংবা সাফল্যের জন্যও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন না। যা-ই হোক, কোনও কাজ ক্রমাগত অভ্যাস করতে করতে স্বাভাবিক নিয়মে নিজের উপর একটা বিশ্বাস জন্মে যায়। কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সাধারণ সর্বজনীন আত্মবিশ্বাস হল ভিন্ন প্রকৃতির, যা এক জন মানুষকে সর্বক্ষেত্রে শুধু আত্মপ্রত্যয়ই জোগায় না, স্থিতধী করে তোলে। জীবন তখনই সার্থক বলে বিবেচিত হয়। বিবেকানন্দের জীবনে আমরা সেই আত্মবিশ্বাস দেখেছি, আর তার মূলে ছিল শুদ্ধ জ্ঞান। মানুষ ছোট-বড় যে কোনও কাজ শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে করতে করতে যে সত্যকে উপলব্ধি করেন, তারই নাম জ্ঞান। যিনি শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ সাধন-তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনিই সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করেন। গীতার এই উপদেশের কথা কারও অস্বীকার করার জো নেই। এটি ছাড়া যে জ্ঞান লাভ হয়, তার সীমা এবং স্থায়িত্ব কত দিনের? দক্ষতাজনিত সাফল্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের আত্মবিশ্বাসের বদলে দাম্ভিক এবং ভোগবাদী করে তোলে। বিবেকানন্দের আত্মবিশ্বাস ছিল অপরিসীম। সেই সঙ্গে ছিল ঈশ্বরের প্রতি অবিচল ভক্তি। এ বিষয়ে ১৮৯৩ সালের ১৫ নভেম্বর শিকাগো থেকে দেওয়ানজিকে (হরিদাস বিহারীদাস দেশাই) লেখা চিঠিটি উল্লেখ করা যেতে পারে; তআই অ্যাম ডুয়িং দ্য লর্ড'স ওয়ার্ক, হোয়্যারএভার হি লিডস আই ফলো, ... হি হু মেকস দ্য ডাম্ব এলোকুয়েন্ট অ্যান্ড দ্য লেম ক্রস আ মাউন্টেন। হি উইল হেল্প মি। আই ডু নট কেয়ার ফর হিউম্যান হেল্প; হি ইজ রেডি টু হেল্প মি ইন ইন্ডিয়া, ইন আমেরিকা, অন দ্য নর্থ পোল, ইফ হি থিঙ্কস ফিট। ইফ হি ডাজ নট, নান এলস ক্যান হেল্প মি।দ অর্থাৎ, বিবেকানন্দ এই সত্যটি আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, ঈশ্বর চাইলে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেন। তবে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হয় প্রথমে। এখানে ফাঁকিবাজির কোনও জায়গা নেই। তা হলেই কোথাও আত্মবিশ্বাসের দেওয়ালে আর চিড় ধরার অবকাশ থাকে না। স্বামীজি নিজেকে ঈশ্বরের যোগ্য পাত্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন গভীর শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠ সাধন-তৎপরতা এবং জিতেন্দ্রিয় গুণে। তাই প্রত্যেক বিষয়ে ছিল তাঁর সুগভীর জ্ঞান এবং নিজের উপর অটুট বিশ্বাস। আমরা সীমিত জ্ঞান দিয়ে বিবেকানন্দের ভাবধারাকে ধরতে পারি না বলে হামেশাই গোল বাধিয়ে বসি। যেমন, গীতাপাঠ এবং ফুটবল খেলা প্রসঙ্গে তিনি কি গীতাপাঠকে দূরে সরিয়ে দিতে বলেছেন? অবশ্যই নয়। বিকেলবেলা শিশুরা খেলাধুলা না করে ধর্মগ্রন্থে মাথা গুঁজে থাকবে, এটা কি কেউ চাইবে? শরীর ও মনকে সুস্থ এবং সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে পারলে তবেই নিজেকে সুন্দর করে বিকশিত করা যায়।

আনন্দকথা

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাস্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন। মাস্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন, ''আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না।'' কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ''একবার দেখি কোথায় এসেছি। তারপর এখানে এসে বসব।''

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর, ঘন্টা, খোল, করতালি বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণসীমান্ত হইত নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথীবক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতিদূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল! সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দিকে আয়োজন হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

ভীমসেন যোশী

১৯২২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ভীমসেন যোশীর জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী উর্মিলা মাতন্ডকরের জন্মদিন।*

৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস

প্রয়োজন আরও বেশি সতর্কতা ও সচেতনতা

বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ ক্যান্সার। ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ১৯.৩ মিলিয়ন নতুন কেস এবং ১০ মিলিয়ন ক্যান্সারের মৃত্যু হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজন আরও বেশি সতর্কতা ও সচেতনতা। প্রতি বছর ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস বা বিশ্ব ক্যান্সার সচেতনা দিবস পালন করা হয়। এই দিনটিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং ক্যান্সার রোগীদের জীবন ধারার মান উন্নয়নে ইন্টারন্যাশানাল ইউনিয়ন এগেনষ্ট ক্যান্সার-কে সহায়তা করে থাকে। কলকাতার অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালসের অ্যাপোলো ক্যান্সার সেন্টারের রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট ডাঃ নাজিবা খন্দকার বিশদ জানালেন অশোক সেনগুপ্তকে।

ডাঃ নাজিবা খন্দকার

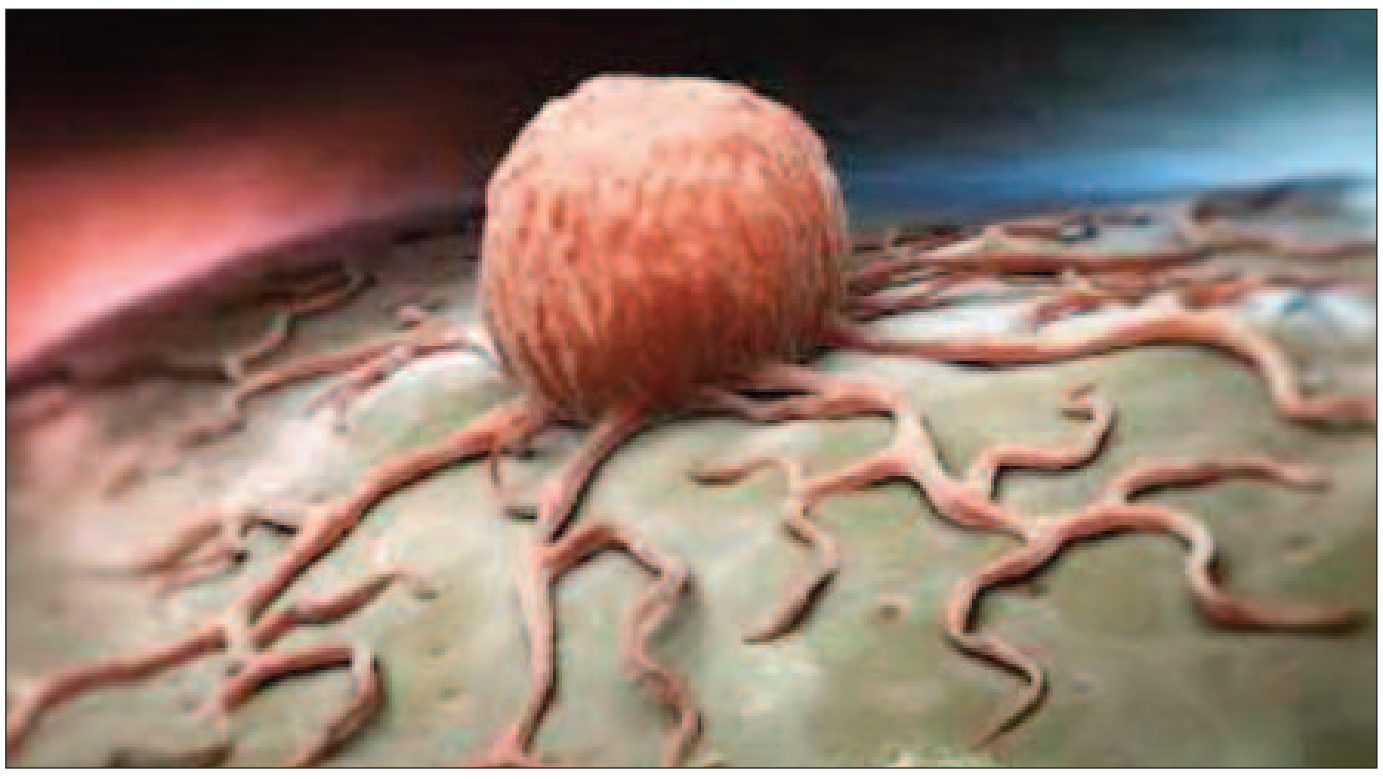

১) কী কী কারণে ক্যান্সার হতে পারে?

উঃ— ক্যান্সার এমন একটি রোগ যেখানে শরীরের কিছু কোষ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

কেন একজন ব্যক্তির ক্যান্সার হয় এবং অন্যের হয় না কেন, তা অনেকসময়ই জানা সম্ভব হয় না। কিন্তু গবেষণায় জানা গেছে কিছু কারণ যেগুলো একজন ব্যক্তির ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে যেমন কার্সিনোজেন এক্সপোজার, পরিবেশগত কারণ যেমন বায়ু দূষণ, জীবনধারার কারণ (অস্বাস্থ্যকর খাদ্য, ধূমপান, তামাক, অ্যালকোহল), অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা (অতিরিক্ত শরীরের ওজন, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা), এবং জেনেটিক কারণ।

একটি কার্সিনোজেন হল একটি পদার্থ, জীব বা এজেন্ট যা ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সক্ষম

কার্সিনোজেন প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশে ঘটতে পারে (যেমন সূর্যালোকে অতিবেগুনি রশ্মি এবং নির্দিষ্ট কিছু জীবাণু) অথবা মানুষের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে (যেমন অটোমোবাইল নিষ্কাশনের ধোঁয়া, অ্যাসবেস্টস, প্রক্রিয়াজাত মাংস, রাসায়নিকের এক্সপোজার)। বেশিরভাগ কার্সিনোজেন কোষের ডিএনএ-তে মিউটেশন তৈরি করে কাজ করে।

২) কোন বয়স থেকে কী ধরণের সতর্কতা নেওয়া উচিত?

উঃ— ক্যান্সার প্রতিরোধের পদক্ষেপগুলি অল্প বয়স থেকেই শুরু করা উচিত যেমন

একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখা, স্বাস্থ্যকর খাদ্য যেমন ফল, শাকসবজি খাওয়া, নিয়মিত শরীর চর্চা করা, তামাক এবং অ্যালকোহলের মতো কার্সিনোজেন এক্সপোজার এড়ানো ইত্যাদি।

অত্যধিক সূর্যের রশ্মি থেকে সুরক্ষা ত্বকের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে।

হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি) এর মতো কিছু সংক্রমণের বিরুদ্ধে টিকা সার্ভিকাল এবং মলদ্বার ক্যান্সার থেকে রক্ষা করতে পারে।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে নির্দিষ্ট সতর্কতা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্ক্রিনিং বয়সের সাথে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা প্রাথমিক স্তরে ক্যানসার নির্ণয় করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, স্তন, কোলোরেক্টাল, সার্ভিক্স এবং প্রোস্টেট ক্যান্সারের মতো কিছু ক্যানসারের, বয়স এবং ঝুঁকির কারণগুলির উপর ভিত্তি করে স্ক্রীনিং নির্দেশিকা সুপারিশ করা হয়েছে।

নিয়মিত ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন (বিএসই), স্ক্রিনিং ম্যামোগ্রাম স্তন ক্যানসার প্রাথমিক স্তরে সনাক্তকরণের জন্য সুপারিশ করা হয়, বিশেষত স্তন ক্যান্সারের পারিবারিক ইতিহাস সহ মহিলাদের ক্ষেত্রে। ৪৫ বছরের বেশি বয়সী মহিলাদের জন্য বার্ষিক ম্যামোগ্রাফি স্ক্রিনিং শুরু করা উচিত।

উপরন্তু, সার্ভিকাল ক্যান্সার যেটা হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি) সংক্রমণের সাথে যুক্ত, যা এইচপিভি টিকা দিয়ে প্রতিরোধ করা যেতে পারে এবং ২৫ বছর বয়সের উর্ধে মহিলাদের নিয়মিত স্ক্রীনিং টেস্ট এর মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে ক্যানসার নির্ণয় করা যেতে পারে।

মেয়েদের ১৫ বছরের আগে এইচপিভি প্রতিষেধকের দুটি ডোজ শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিশোরী মেয়ে এবং যুবতী মহিলা যারা ১৫ থেকে ২৬ বছর বয়সে এইচপিভি টিকা শুরু করে, তাদের জন্য এইচপিভি-র তিনটি ডোজ সুপারিশ করা হয়। এইচপিভি টিকা যে কোনও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে নেওয়া যেতে পারে।

সার্ভিকাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং-এর মধ্যে সার্ভিকাল সাইটোলজি (প্যাপানিকোলাউ পরীক্ষা সংক্ষেপে প্যাপ টেস্ট বা প্যাপ স্মিয়ার), হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি) ডিএনএ পরীক্ষা বা উভয়ের জন্য পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে যা জরায়ুতে সম্ভাব্য প্রাক -ক্যান্সার এবং ক্যান্সারের প্রক্রিয়া সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

পুরুষদের জন্য প্রোস্টেট ক্যান্সার স্ক্রিনিং, সাধারণত প্রোস্টেট-নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন (পিএসএ) পরীক্ষা, বিশেষ করে যাদের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে তাদের জন্য সুপারিশ করা হয়।

কিছু লক্ষণ আছে যেগুলির সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত যা ক্যান্সারের সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করতে পারে। যেমন উল্লেখযোগ্য ওজন কমে যাওয়া, দীর্ঘায়িত কাশি, কোন ক্রমবর্ধমান নতুন পিণ্ড বা ফোলা, রক্ত মিশ্রিত মল, কাশির সাথে রক্ত, খাবার গিলতে অসুবিধা, মাথাব্যথা এবং খিঁচুনি, প্রস্রাব বা মলত্যাগে অসুবিধা হওয়া, মলের অভ্যাস পরিবর্তন ইত্যাদি।

নারীদের কিছু উপসর্গ সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার যেমন স্তনে বা আন্ডারআর্মে একটি নতুন পিণ্ড, স্তনের আকার বা আকৃতিতে কোনও পরিবর্তন, স্তনের যে কোনো স্থানে ব্যথা, স্তনের স্রাব (রক্ত সহ), দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব, মেনোপজ পরবর্তী রক্তপাত।

৩) পুরুষ না মহিলা; কারা বেশি আক্রান্ত হন ক্যান্সারে?*

উঃ— ক্যান্সার পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই আক্রান্ত করতে পারে। ২০১৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমান অনুসারে, ১৮৩টি দেশের মধ্যে ১১২টি দেশে ৭০ বছর বয়সের আগে ক্যান্সার মৃত্যুর প্রথম বা দ্বিতীয় প্রধান কারণ এবং আরও ২৩টি দেশে তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

ফুসফুস, প্রোস্টেট, কোলোরেক্টাল, পাকস্থলী এবং লিভার ক্যান্সার পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ধরনের ক্যান্সার। স্তন, কোলোরেক্টাল, ফুসফুস, সার্ভিকাল এবং থাইরয়েড ক্যান্সার মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ।

মহিলাদের মধ্যে, স্তন ক্যান্সার বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে ক্যান্সারগুলির মধ্যে একটি। মহিলাদের মধ্যে জীবনশৈলি ছাড়া কিছু বিপদের আশঙ্কা আছে যেমন হর্মোনাল এবং প্রজনন এবং জিনগত (জেনেটিক) বিষয় স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ায়।

কম বয়সে মাসিক, বেশি বয়সে মেনোপজ, দেরিতে প্রথম সন্তানের জন্ম, কম স্তন্যপান এবং জিনগত (জেনেটিক) কারণ যেগুলি জিনের মাধ্যমে বাবা-মায়ের থেকে সন্তানরা পায়।

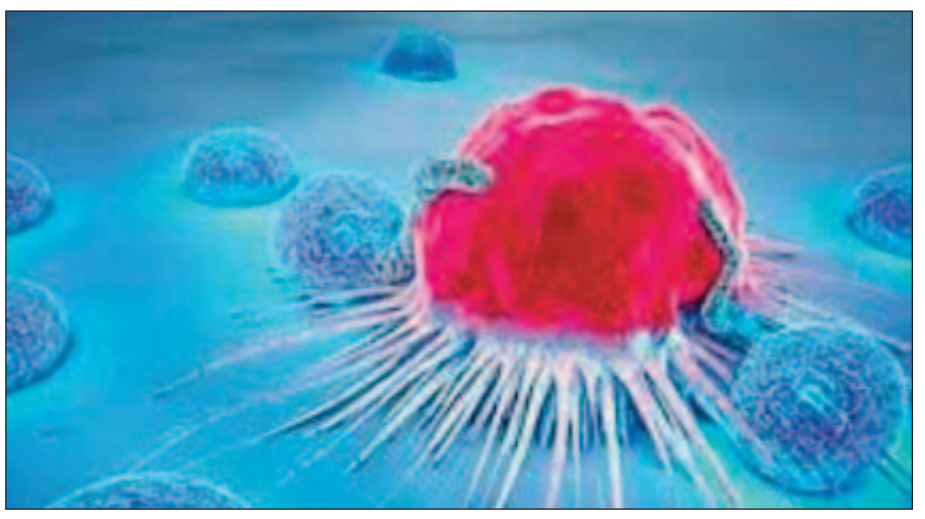

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ - ন্যাশনাল ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রোগ্রাম (ICMR-NCRP) অনুসারে, ভারতে ২০২২ সালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আনুমানিক সংখ্যা এবং মৃত্যুর আনুমানিক সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪, ৬১,৪২৭ এবং ৮,৮,৫৫৮।

৪) ক্যান্সারে আক্রান্তর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে, এমন কোনও ভৌগলিক অবস্থান আছে? থাকলে সম্ভাব্য কারণগুলো কী? কোনও তথ্য?

উঃ— ক্যান্সারের প্রকোপ কিছু অঞ্চলে অন্যদের তুলনায় বেশি হতে পারে। এই পার্থক্যগুলি জিনগত, পরিবেশগত এবং জীবনধারার কারণগুলির একটি জটিল ইন্টারপ্লে দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ক্যান্সারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

পুরুষদের মধ্যে ক্যান্সারের সর্বাধিক প্রকোপ মিজোরামের আইজল জেলায় স্তবয়স-সামঞ্জস্য হার (এএআর) প্রতি ১ লক্ষ জনে ২৬৯.৪৯ এবং মহিলাদের মধ্যে অরুণাচল প্রদেশের পাপুমপাড়ে জেলায় (এএআর ২১৯.৮) দেখা গেছে।

ভারতের বাকি অংশের তুলনায়, খাদ্যনালী, পাকস্থলী, যকৃত, ফুসফুস এবং নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্সার এই অঞ্চলে বেশি দেখা যায়।

সুপারি চিবানো, কম ফল খাওয়া, শুকনো লবণাক্ত স্মোকড মাংস এবং মাছ,

খুব মশলাদার এবং গরম পানীয় খাওয়ার মতো খাদ্যাভ্যাস এই অঞ্চলে ক্যান্সারের উচ্চ প্রকোপের জন্য একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। বেশি ধূমপান এবং মদ্যপান, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস (এইচবিভি) এবং হেপাটাইটিস সি ভাইরাস (এইচসিভি) সহ দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ এই অঞ্চলে উচ্চ ক্যান্সারের ঘটনাগুলির অন্যান্য কারণ।

৫) 'ক্যান্সার হ্যাজ নো আনসার'; এই প্রবাদটা কীভাবে দূর করা সম্ভব হচ্ছে?

উঃ— 'ক্যান্সারের কোন উত্তর নেই' এই ধারণাটি পুরানো এবং ভুল এবং ক্যান্সার নির্ণয় মানে মৃত্যুদণ্ড নয়। ক্যান্সার গবেষণা, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বেশিরভাগ ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে তা নিরাময় করা সম্ভব। যদিও এটা সত্য যে দেরিতে নির্ণয় হবার কারণে এবং কিছু ধরণের ক্যান্সার নিরাময় করা যায় না, ক্যান্সার চিকিৎসায় অগ্রগতি এবং একাধিক চিকিৎসা বিকল্প উন্নত ফলাফল দিয়েছে এবং ক্যান্সার নির্ণয়ের সম্মুখীন অনেক ব্যক্তি ও পরিবারকে আশা দিয়েছে।

ক্যান্সারের চিকিৎসা হয় সার্জারি, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপির মতো একাধিক শাখার মাধ্যমে। রেডিয়েশন থেরাপি (রেডিওথেরাপিও বলা হয়) এক ধরনের ক্যান্সার চিকিৎসা যেখানে ক্যান্সার কোষগুলিকে মেরে ফেলার জন্য তীব্র শক্তির এক্স-রে ব্যবহার ককরা হয়। বর্তমান রেডিওথেরাপি ডেলিভারি পদ্ধতি অত্যাধুনিক হয়েছে যার ফলে আশেপাশের সুস্থ টিস্যুর ক্ষতি কম করে, শুধুমাত্র ক্যান্সার কোষগুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে ধ্বংস করা যায় এবং এর ফলে চিকিৎসার কার্যকারিতা উন্নত হয়েছে।

টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপি এগুলো এক ধরণের পার্সোনালাইজড মেডিসিন এবং একটি প্রতিশ্রুতিশীল উপায়। এগুলো কোনও ব্যক্তির অনন্য জেনেটিক মেকআপের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসার পরিকল্পনা তৈরি করে ক্যান্সার চিকিৎসার কার্যকারিতা বাড়ায়।

৬) ক্যান্সার চিকিৎসায় বিশ্বে ভারতের অবস্থান কোথায়?

উঃ— ভারতে সাম্প্রতিক সময়ে ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। দেশে বিশ্ব মানের ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং দক্ষ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের (অনকোলজিস্টদের) প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

ভারতে এখন ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে সার্জারি, রেডিয়েশন থেরাপি, কেমোথেরাপি এবং ইমিউনোথেরাপির মতো আরও উন্নত চিকিত্সা সহ বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে।

৭) আর্থিকভাবে অসহায়রা ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য কোথায় কোথায় সাহায্য প্রার্থনা করতে পারেন? ঠিকানা/মেল আইডি?

উঃ— ভারতে সব রাজ্যেই ক্যান্সার রোগীরা বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে বা খুব ন্যূনতম খরচে ক্যান্সারের চিকিৎসা পেতে পারেন ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ক্যান্সার রোগীদের তহবিল এইচএমসিপিএফ (HMCPF)-এর অধীনে, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় আঞ্চলিক ক্যান্সার কেন্দ্রে (আরসিসি) চিকিৎসার জন্য।

আঞ্চলিক ক্যান্সার কেন্দ্র (RCCS) হল ক্যান্সার হাসপাতাল এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা ভারত সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের যৌথ নিয়ন্ত্রণ ও অর্থায়নে কাজ করে। নাম 'আঞ্চলিক' কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল, সাধারণত দেশের বেশ কয়েকটি জেলাকে পূরণ করে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ৬২টি কেন্দ্র রয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গে ক্যান্সার রোগীরা স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে পারেন। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় হাসপাতালই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অধীনে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ইস্যু করার সময়, এই প্রকল্পে তালিকাভুক্ত হাসপাতালের একটি তালিকা সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়।

হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হলে, সুবিধাভোগীকে এই হাসপাতালগুলির মধ্যে একটিতে যেতে হবে।

স্মার্ট কার্ডের পিছনে (১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪) উল্লিখিত টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরে কল করে এগুলি এবং অন্যান্য হাসপাতাল সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

৮) আপনার প্রয়োজন মনে হয়, সাধারণ মানুষকে এরকম যে কোনও কথা?

উঃ— প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ যেমন জীবনধারা পরিবর্তন, ক্যান্সার-সম্পর্কিত সংক্রমণের বিরুদ্ধে টিকা, কার্সিনোজেন এড়ানো ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে অবদান রাখে।

নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা, প্রাথমিক পর্যায়ে এবং আরও নিরাময়যোগ্য পর্যায়ে ক্যান্সার নির্ণয় সম্ভব করবে।

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার যাত্রা দীর্ঘ এবং কঠিন হতে পারে।

ক্যান্সার নির্ণয়ের পরে ক্যান্সারকে জয় করার পথে আশাবাদী এবং দৃঢ় মানসিকতা বজায় রাখা এবং মানসিকভাবে শক্ত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একজন ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার যাত্রায় অনকোলজিস্ট এবং হাসপাতাল এবং নার্সিং কর্মীদের কাছ থেকে নির্দেশনা এবং সহায়তার পাশাপাশি পরিবার এবং বন্ধুদের সহায়তা এবং সমর্থন অত্যাবশ্যক।

পাবলিক হেলথ ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে ক্যান্সার সচেতনতা তৈরি করে, সাধারণ মানুষকে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করা সম্ভব। ক্যান্সার সম্পর্কে আমাদের বোঝার আরও অগ্রগতি করতে এবং চিকিৎসার ফলাফলের উন্নতি করতে, অনকোলজিস্ট, গবেষক, নীতিনির্ধারক এবং জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা অপরিহার্য।

আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হতে পারি, একটি প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী হতে পারি যেখানে ক্যান্সার হবে আরও প্রতিরোধযোগ্য, চিকিৎসাযোগ্য এবং নিরাময়যোগ্য।

ডাঃ নাজিবা খন্দকার
রেডিয়েশন অনকোলজি বিশেষজ্ঞ।
মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারে রেডিয়েশন অনকোলজির এমডি এবং সিনিয়র রেসিডেন্সি করেছেন। মেদান্ত গুরুগ্রামের প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট এবং বর্তমানে কলকাতার অ্যাপোলো ক্যান্সার সেন্টারের সাথে যুক্ত।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কলকাতার এমএলএ হস্টেলে তৃণমূল বিধায়কের দেহরক্ষীর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া কলকাতার এমএলএ হস্টেল থেকে তৃণমূল বিধায়কের দেহরক্ষীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার সিমলাপাল এলাকায়। মৃতের নাম জয়দেব গরাই (৩৪)। বাড়ি সিমলাপাল থানা এলাকার মাচাতোড়া অঞ্চলের বাঁশি গ্রামে।

সূত্রের খবর, শনিবার সাত সকালেই পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের তৃণমূল বিধায়ক রাজীবলোচন সরেনের নিরাপত্তারক্ষী জয়দেব গড়াইয়ের মৃতদেহ কলকাতার এমএলএ হস্টেলের ৪১৯ নং ব্যালকনির নীচে মাটিতে উবুর হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় থানার পুলিশ। পাশাপাশি আছেন ফরেনসিক টিমের বিশেষজ্ঞরা। পরে পুলিশের তরফে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিন দুপুরে মৃত নিরাপত্তারক্ষী জয়দেব গড়াইয়ের সিমলাপালের বাঁশি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল পুরো গ্রামজুড়ে শোকের আবহাওয়া। আর কয়েকদিন পরেই তাঁর ছুটি পেয়ে বাড়িতে আসার কথা ছিল। তার আগেই সব শেষ। বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের লোকজন থেকে শুরু করে বন্ধু-বান্ধব ও এলাকার মানুষজন।

মৃত ওই নিরাপত্তারক্ষীর পরিবার সূত্রে খবর, ২০১২ সালে রাজ্য পুলিশে যোগদান করেন জয়দেব গড়াই। গত কয়েক বছর ধরে তিনি বান্দোয়ানের তৃণমূল বিধায়ক রাজীবলোচন সরেনের নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করছিলেন। বাড়িতে মা, স্ত্রী, আট বছরের এক ছেলে সহ কাকা-কাকিমারা রয়েছেন। এমএলএ হস্টেল একটি হাই সিকিউরিটি জোন। সেখানে কী ভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন মৃত জয়দেব গড়াইয়ের পরিবারের লোকজন।

তাঁর কাকিমা রিনা গড়াই, খুড়তুতো বোন ঋতু গড়াইয়ের দাবি, 'আমাদের জানানো হয়েছে দাদা পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মারা গিয়েছে, এই কথা আমরা বিশ্বাস করি না, ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করা হোক।'

আসানসোল লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাই, জানালেন মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দুয়ারে লোকসভা নির্বাচন। দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়া সময়ের অপেক্ষা। এই মুহূর্তে কোন দলের কে প্রার্থী হবে সেই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। শনিবার সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মন্ত্রী মলয় ঘটক বললেন, 'এবারেও আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন শত্রুঘ্ন সিনহা।' মলয় ঘটক বলেন, 'শত্রুঘ্ন সিনহা একজন সাংসদ হিসেবে বিগত দিনে যে কাজ করে এসেছেন, সেই নিরিখে তাঁর জেতার ব্যবধান আরও বাড়বে।' শুক্রবার কলকাতার দলীয় বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে শত্রুঘ্ন সিনহার নাম ঘোষণা হয় বলে দাবি করেন মন্ত্রী মলয় ঘটক।

এই বিষয়ে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, 'জেতার পর থেকে সাংসদের দেখা পাওয়া যায়নি। উনি তো আসানসোলে একাধিক উড়ালপুলের নির্মাণের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার জন্য যে যে সমস্যা আছে তা মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন, কোথায় খান, কখন আসানসোলে আসেন শিল্পাঞ্চলবাসীরা কেউ জানে না।' অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেন, এবার লোকসভা ভোটে মোদিজির উদ্যোগে ভারতের উন্নয়ন দেখে নিশ্চিন্ত মনে জনগণ ইভিএমে পদ্মফুলে ছাপ দেবে। অগ্নিমিত্রার আক্ষেপ আজ দেশের মধ্যে সবথেকে নোংরা শহর হিসেবে চিহ্নিত আসানসোল অথচ সাংসদ নির্বিকার।

উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হয়ে শত্রুঘ্ন সিনহা তিন লক্ষেরও বেশি ভোটে জয়ী হন। সব মিলিয়ে বলা যায় লোকসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার হলেই প্রসব যন্ত্রণা শিক্ষিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: মাধ্যমিক পরীক্ষার হলে প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করলেন এক শিক্ষিকা। দ্রুত তাঁকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখানেই আপাতত চিকিৎসাধীন তিনি। ঘটনাস্থল হুগলির চুঁচুড়ার খাদিনা মোড়। সেখানকার বাসিন্দা অর্পিতা মল্লিক। তিনি পেশায় একজন শিক্ষিকা। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেও তিনি তাঁর শিক্ষকতার ডিউটি পালন করছিলেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের গার্ডের ডিউটি পড়ে তাঁর। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ গার্ডও দেন তিনি। তবে হঠাৎই তিনি পরীক্ষার হলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। রক্তক্ষরণ শুরু হয় তাঁর। তড়িঘড়ি স্কুলের তরফে তাঁকে নিয়ে আসা হয় ইমামবাড়া হাসপাতালে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, ওই শিক্ষিকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর আল্ট্রাসনোগ্রাফিক করার ব্যবস্থা চলছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী,

সুস্থই রয়েছেন ওই শিক্ষিকা। অর্পিতা মল্লিক বলেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল। আমি গার্ড দিচ্ছিলাম। তখনই হঠাৎ করে ব্লিডিং শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখন একটু ভালো লাগছে। তবে পেটে যন্ত্রণা আছে।'

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু কিশোরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: সাত সকালে ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হল এক কিশোরীর। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া-কাটোয়া শাখায় সমুদ্রগড় নান্দাই স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায়। মৃত ওই কিশোরীর নাম লক্ষ্মী হালদার, বয়স আনুমানিক ১৭। তার বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার উপরহাটি গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, যথাসময়ে খবর পেলেও অনেক দেরিতে দেহটি উদ্ধার করে জিআরপি কালনা। ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য। শনিবার সকালে সম্ভবত ডাউন কাটোয়া-হাওড়া লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই কিশোরীর। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় মানুষজন এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করেন। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় কাছাকাছি সমুদ্রগড় স্টেশন ম্যানেজার ও জিআরপি কালনাকে।

অভিযোগ, খবর পেয়েও দেহ উদ্ধারে অনেকটাই দেরি করায় ডাউন লাইনে একের পর এক যাত্রীবাহী ট্রেন কিশোরীর ওপর দিয়ে চলে যাওয়ায় রেলের ভূমিকা নিয়ে উঠল প্রশ্ন। অপরদিকে দেহ অক্ষত থাকলেও একের পর এক দেহর ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ায় জিআরপি থেকে রেল দপ্তর, কোনও ভাবেই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না বলে স্থানীয়দের দাবি। ফলে রেল দপ্তরের অমানবিকতার নিদর্শন চাক্ষুষ করলেন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা এলাকার বাসিন্দারা।

পরীক্ষার্থীদের গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শনিবার দুপুর নাগাদ পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীরামপুর ভবতারিনী রায় গার্লস হাই স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পাশাপাশি পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা, সেই বিষয়গুলোরাও এদিন খোঁজখবর নেন তিনি। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় সকলেই চায়, তারা ভালো ভাবে যাতে পরীক্ষায় পাশ করতে পারে।তাদের অভিভাবকরাও চান ছেলেমেয়ে ঠিক মতো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করুক। তিনিও ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই করেছেন বলে জানিয়েছেন।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ : **শেখ মোহিত বাকস** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	ঋণগ্রহীতা : **শেখ মোহিত বাকস, পিতা শেখ মনসুর বাকস,** গ্রাম : খাড়ুই কোটবার, পো :খাড়ুইগড়, থানা : পটাশপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪২৯। **এ/সি নং : ৩৬৯৩০৭৫৫৪৫৮ (এইচবিএল), ৩৬৯৭৯৪৯৫৬০৭ (সিসি), এবং ৩৯৪৮৮২১৮৩০১(জিইসিএল)**	জমি পরিমাণ ৪ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা : খারুই কোটবার, থানা : পটাশপুর, জেএল নং : ৮২, খতিয়ান নং (এলআর) ৬৬১ দাগন ২২৮। ১) ভল্যুম নং ২৪১, পৃষ্ঠা -১৪-১৭, দলিল নং ৬০৮০-২০০৬। ২) ভল্যুম নং ২৪১, পৃষ্ঠা ১৮-২২, দলিল নং ৬০৮১-২০০৬, **সম্পত্তি মোহিত বাকস, পিতা শেখ মনসুর বাকস, চৌহদ্দি :** উত্তরে : শেখ অহিতের সম্পত্তি, পূর্বে : শেখ সুকুরের সম্পত্তি, দক্ষিণে : শেখ রাইমত বক্সের সম্পত্তি, পশ্চিমে : শেখ মনসুর বক্স এর সম্পত্তি সমন্বিত।	২৮.১২.২০২৩	২৮.০২.২০২৩	২২,৭৭,০৫৬.২৯ টাকা **(বাইশ লাখ সতাত্তর হাজার ছাপ্পান্ন টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা) টাকা ২৮.১২.২০২৩ অনুযায়ী সুদ, (মোট বকেয়া এ/সি নং ৩৬৯৩০৭৫৫৪৫৮ (এইচবিএল), ১০,৫১,১১০.৩৯ (দশ লাখ একান্ন হাজার একশো দশ টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা), এবং মোট বকেয়া এ/সি নং ৩৬৯৭৯৪৯৫৬০৭ (সিসি) এর জন্য ১১,১৩,৬৪৯.০৪ (এগারো লাখ তেরো হাজার ছ'শো উনপঞ্চাশ টাকা এবং চার পয়সা) এবং মোট বকেয়া এ/সি নং ৩৯৪৮৮২১৮৩০১ (জিইসিএল) এর জন্য ১,১২,২৯৬.৮৬ (এক লাখ বারো হাজার দুশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা)।** আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়দানে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণকে (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

আমাদের পূর্বের নোটিশ উল্লেখ্য পত্র নং বিআর/২৩-২৪/এসবিআই/০৯৭১২/১২৫ তারিখে ১৪.০৭.২০২৩ ইস্যুকৃত ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে বাতিল বলে গণ্য হবে

তারিখ : ০৪.০২.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

(পূর্বেকার টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬
কর্পোরেট অফিস: টিটাগড় টাওয়ার্স ৭৫৬ আনন্দপুর, ই.এম-বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭, **CIN: L27320WB1997PLC084819**
টেলি: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-৪০১৯ ০৮২৩, ই-মেল: corp@titagarh.in ওয়েবসাইট: www.titagarh.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯৫,৪৬৭.৮৯	৯৩,৫৪৫.১৭	৭৬,৬৪০.২৮	২,৮০,০৮৮.৯২	১,৮০,৬৩১.৩৫	২,৭৮,০৫২.৯০	৯৫,৪৬৭.৮৯	৯৩,৫৪৫.১৭	৭৬,৬৪০.২৮	২,৮০,০৮৮.৯২	১,৮০,৫৩৭.৪৯	২,৭৭,৯৫৯.০৪
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	১০,০১১.১৫	৯,৪৮৮.৭১	৫,৪৬৪.৮৯	২৮,৫০৪.৯৬	১২,৯৮৭.৬১	২০,৫০৪.৭৬	১০,০২০.৬২	৯,৪৩৯.৪৮	৪,৭২৮.০৩	২৭,৮৮৫.৮৮	১১,৯৯৩.৭৭	১৯,০০৯.৭০
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১০,০১১.১৫	৯,৪৮৮.৭১	৫,৪৬৪.৮৯	২৮,৫০৪.৯৬	৮,৩৬০.০৬	১৫,৮৭৭.২১	১০,০২০.৬২	৯,৪৩৯.৪৮	৪,৭২৮.০৩	২৭,৮৮৫.৮৮	১১,৯৯৩.৭৭	১৯,০০৯.৭০
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৭,৫০২.৫৫	৭,০৮৯.৪৮	৩,৯২২.৮৪	২১,৩৪৯.২১	৫,০৩৫.৯০	১০,৩৩৬.৬৪	৭,৪৮২.২৫	৭,০৫৯.৩৭	৩,২৫৫.২৪	২০,৭১৯.৩৬	৭,৭৪৭.৯৯	১২,৫৭১.৬৩
৫	সময়কাল -এর জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৭,৪৪৫.৬৩	৭,০৪৫.৪৭	৩,৬৬৮.১৮	২১,৩৫০.৮৮	৩,৯১৯.৪৫	৯,৩১৬.৫২	৭,৪৮৪.৩৭	৭,০০৩.২৯	৩,১৩৬.১২	২০,৭৭৬.৯৮	৬,৭৭৬.০১	১১,৫৭১.৯৩
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,৬৯৩.৪৭	২,৫৪৩.৪২	২,৩৯১.৪২	২,৬৯৩.৪৭	২,৩৯১.৪২	২,৩৯১.৪২	২,৬৯৩.৪৭	২,৫৪৩.৪২	২,৩৯১.৪২	২,৬৯৩.৪৭	২,৩৯১.৪২	২,৩৯১.৪২
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি						৯৩,৯০০.৮১						৯৩,৯৬৩.৭৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ২/- টাকা) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)												
	মূল (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৫.৮৩	৫.৬০	৩.২৮	১৭.০৮	৪.২১	৮.৬৪	৫.৮২	৫.৫৮	২.৭২	১৬.৫৭	৬.৮৬	১০.৮৯
	মিশ্রিত (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৫.৮৩	৫.৬০	৩.২৮	১৭.০৮	৪.২১	৮.৬৪	৫.৮২	৫.৫৮	২.৭২	১৬.৫৭	৬.৮৬	১০.৮৯

দ্রষ্টব্য

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (**www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (**www.titagarh.in**) -তে পাওয়া যাবে।

২. উপরের ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
অনিল কুমার আগরওয়াল
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও (ফ্রেইট রেল সিস্টেমস লিমিটেড)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দরপাড়া শক্তিপার শাখা
রাজীনগর, গ্রাম এবং পো. শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৬৩

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৩.১১.২০২২** তারিখে **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স রিম্পা অ্যান্ড সিম্পা এন্টারপ্রাইজেস, (স্বত্বা. শ্রী সুকল্যাণ নন্দী) বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী সুকল্যাণ নন্দী,** পিতা কার্তিক নন্দী এবং **বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী সজল নন্দী,** পিতা কার্তিক নন্দী, **দরপাড়া শক্তিপুর শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৩৬,২৯২.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ ছত্রিশ হাজার দুশো বিরানব্বই টাকা) টাকা ০২.১১.২০২২** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিকট বকেয়া **১৪,৩৬,২৯২.০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ ছত্রিশ হাজার দুশো বিরানব্বই টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : চৌরিগাছা, জেএল নং ৩৮, খতিয়ান নং এলআর ২১৯১, ২১৯০, আরএস ১৪২, প্লট নং এলআর ১৮৮৫, আরএস ১৮৮৫, জমির এরিয়া : ৩.০০ ডেসিমেল, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৪০৫, দান দলিল নং ৫৩১০ তারিখ : ২২/০৭/২০২২,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। **সম্পত্তি শ্রী সুকল্যাণ নন্দী এবং শ্রী সজল নন্দীর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : আদম হাজরার সম্পত্তি, দক্ষিণে : সনাতন বিশ্বাসের সম্পত্তি, পূর্বে : অবনী গোপাল নন্দীর সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১৮ ফুট মেটাল রোড সমন্বিত।

তারিখ : ০৩.০২.২০২৪
স্থান : দরপাড়া শক্তিপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শেখদীঘি শাখা
গ্রাম - রামনা, শেখদীঘি, বানেশ্বর, তহ. রামনা,
মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন - ৭৪২২২৭

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৬.১০.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মা লক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতি দীপালি সাহা, ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদাতা : শ্রীমতি দীপালি সাহা,** স্বামী সুশীল কুমার সাহা, **জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী প্রদীপ সাহা,** পিতা সুশীল কুমার সাহা, **জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : বন্দনা সাহা,** স্বামী শ্রী সুমিত সাহা, **জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : সুদীপ সাহা,** পিতা শ্রী সুশীল কুমার সাহা ঠিকানা গোডাউন রোড, পো. রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ, ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট - ৫০২৬০১৩২০৯৫ (সীমা ৩০ লাখ টাকা) জিইসিএলএস এ/সি ৭১৮১৫৫৯৯৭০ (সীমা ৯ লাখ টাকা) **শেখদীঘি শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪১,২৪,৬৯৪.২৩ টাকা** (একচল্লিশ লাখ চব্বিশ হাজার ছশো চুরানব্বই টাকা এবং তেইশ পয়সা) টাকা **২৪.১০.২০২৩** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিকট বকেয়া **৪১,২৪,৬৯৪.২৩ টাকা** (একচল্লিশ লাখ চব্বিশ হাজার ছশো চুরানব্বই টাকা এবং তেইশ পয়সা) টাকা **২৪.১০.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : রঘুনাথগঞ্জ, জেএল নং ০৬, জমির এরিয়া : ৬.৪০ ডেসিমেল, প্লট নং এলআর ৭৫২ এবং ৭৫৩, খতিয়ান নং আরএস ৩৪৬১ এবং এলআর ৫৩৩৫ এবং এলআর ৩৪৬২ এবং ৩৪৬৩, জমির শ্রেণি : বাড়ি, এইচ/এন ৫০৭/৪২১, গালাপট্টি, পো এবং থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ২৩৬৭ তারিখ ২৮/০৫/২০০৭ এবং স্বত্ব দলিল নং ১০৭৫৩ তারিখ ২৯/১২/২০১৪, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর জঙ্গিপুর, **সম্পত্তি শ্রী সুদীপ সাহা এবং শ্রী প্রদীপ সাহা,** পিতা সুশীল কুমার সাহা এবং বন্দনা সাহা, স্বামী সুমিত সাহা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অনিল হালদারের সম্পত্তি, দক্ষিণে : মিলন শীল, পূর্বে : বিমল মন্ডলের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ০৩.০২.২০২৪
স্থান : শেখদীঘি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সময়ের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১,২০২২ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৮,৬৫৫.৬৬	১৯,১৫২.২৮	২৯,৫৯৫.৭৯	৬৬,৬১৭.৬৭	৬৭,৭০৩.১৭	১০৩,৪১১.৫৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৫,৮৩২.৪৪	৩,১৫৯.৪৮	৬,৫৮৬.১৬	১১,৯৫৫.৪৭	১১,৪০৯.২৮	১৯,০১২.৬৮
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫,৮৩২.৪৪	৩,১৫৯.৪৮	৬,৫৮৬.১৬	১১,৯৫৫.৪৭	১১,৪০৯.২৮	১৯,০১২.৬৮
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪,০৫৯.৪৩	২,৩৪২.৬৬	৪,৮৬৮.১৬	৪,৬০৮.৩৩	৪,৪৩৯.৪১	১৪,৩০২.৮৮
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪,০৪৯.৩০	২,৩৩২.৫৩	৪,৮৬১.৮৭	৮,৫৭৭.৯৪	৮,৪২০.৫৮	১৪,২৬৬.০৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	মজুত (ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ মজুত ব্যতীত)						৬৪,৭২৫.৮২
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	১. মৌলিক	৪১.৫৬	২৩.৯৯	৪৯.৮৪	৮৮.১৪	৮৬.৪১	১৪৬.৪৪
	২. মিশ্রিত	৪১.৫৬	২৩.৯৯	৪৯.৮৪	৮৮.১৪	৮৬.৪১	১৪৬.৪৪

দ্রষ্টব্য :
সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) (www.bseindia.com) -তে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সময়ের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১,২০২২ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪৩,৯৬৭.৭৪	৩২,৩১৭.৯২	৪৭,১৭৮.৩৬	১০৯,০৫৬.৪২	১১০,৬৪১.৪১	১৬২,৯৪১.৪২
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৬,৪৩৬.১৮	৫,৭১৪.৫৯	৯,০৪৪.৮৫	১৭,১৩৯.৫০	১৫,০৩১.২০	২৪,২৪৭.৬৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৬,৪৩৬.১৮	৫,৭১৪.৫৯	৯,০৪৪.৮৫	১৭,১৩৯.৫০	১৫,০৩১.২০	২৪,২৪৭.৬৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫৩,৪৫৭.৭৬	৪,২৯১.৪৬	৮,৩৭০.৯৬	৬১,৭৯২.০৮	১৪,০৩১.৮৮	২১,৯৬৭.৭৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৫৬,১৬৫.২৮	৩,৫৭২.৫৩	১১,৬১১.৭৬	৬৪,৬০৭.৬৭	১৩,৭৬১.৭৬	২০,৭১৫.১২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	মজুত (ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ মজুত ব্যতীত)						৮০,০০৬.৪৮
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	১. মৌলিক	৩৫৩.১৫	৩৫.৩৫	৭১.৪৭	৪২১.০৪	১২০.৫০	১৯৩.৬৮
	২. মিশ্রিত	৩৫৩.১৫	৩৫.৩৫	৭১.৪৭	৪২১.০৪	১২০.৫০	১৯৩.৬৮

দ্রষ্টব্য :
সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) (www.bseindia.com) -তে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

শিশু শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে ভুরিভুরি অভিযোগ, তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নিয়মিত শিশুশিক্ষা কেন্দ্র খোলে না, এমনকী মিড ডে মিল এবং পঠনপাঠন নিয়েও বিস্তর অভিযোগ স্থানীয় গ্রামবাসীদের। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার চাঁচল ১ ব্লকের খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুলালগঞ্জ চকমহেশ শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকেরা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অধীনস্থ এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বেহাল পরিকাঠামো নিয়েও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্লক প্রশাসনের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের অভিভাবকেরা।

অভিভাবকদের অভিযোগ, নামেই শুধু শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে। এই শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে খাতায় কলমে রয়েছে ৭৯ জন পড়ুয়া। কিন্তু শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের দূরবস্থার কারণে এই মুহূর্তে নিয়মিত আসে ৩০ থেকে ৩৫ জন। বাকিদের খাতায় নাম থাকলেও তারা বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে রয়েছেন চারজন শিক্ষিকা।

স্থানীয় অভিভাবকদের আরও অভিযোগ, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সময় সকাল ১১টা হলেও বেশিরভাগ দিন সঠিক সময়মতো তা খোলে না। মিড-ডে মিল দেওয়া হলেও পরিমাণে অত্যন্ত কম। শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য তহবিলে টাকা এলেও সঠিক ব্যবহার হয় না। পানীয় জলের কোনও সুব্যবস্থা নেই এই শিক্ষাকেন্দ্রে। এমনকী এই বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে শিক্ষাকেন্দ্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়নি। এ নিয়ে একাধিকবার প্রধান শিক্ষিকাকে বললেও তিনি কর্ণপাত করেন না বলে অভিযোগ। এদিন পুনরায় শিক্ষিকারা সঠিক সময় শিক্ষাকেন্দ্রে না আসায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন অভিভাবকরা। গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, সরকারি আধিকারিকরা এসে সরজমিনে অভিযোগ শুনে যাক। এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের তিন শিক্ষিকা এসে হাজির হন। কিন্তু প্রধান শিক্ষিকার দেখা পাওয়া যায়নি।

যদিও ওই শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষিকা রেণুবালা সাহার দাবি, ক্লাস সঠিকভাবে হয়। প্রার্থনা যেহেতু ঘরের ভেতর হয় তাই অভিভাবকরা হয়তো বুঝতে পারেন না। তবে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন পতাকা উত্তোলন না হওয়ার বিষয়টি মেনে নেন তাঁরা। পুরো বিষয়টি নিয়ে চাঁচল মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

চলন্ত কুলিক এক্সপ্রেসের চাকায় আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চলন্ত ট্রেনের চাকায় আগুন। কুলিক এক্সপ্রেসের চাকায় আগুন। রাধিকাপুর থেকে কলকাতা যাচ্ছিল কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনটি। মালদা টাউন স্টেশন পার করার পর খালতিপুর চামাগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চাকায় ধোঁয়া দেখা যায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। যদিও কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ত্রুটি মেরামত করে পরে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ট্রেনটি। রাধিকাপুর হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস মালদার খালতিপুর ও চামাগ্রাম স্টেশনের মাঝে সামনের দিকে জেনারেল কামরার বগিতে টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে হঠাৎই আগুনের ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। শনিবার সকাল এগারোটা নাগাদ তড়িঘড়ি ট্রেনটিকে নিয়ে আসা হয় নিউ ফরাক্কা স্টেশনে। বর্তমানে সেখানেই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে কি কারণে আগুনের ধোঁয়া দেখা যায়। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩০৫৪ রাধিকাপুর হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস রাধিকাপুর থেকে ছেড়ে আসছিল, গন্তব্য ছিল হাওড়া। কিন্তু মালদার চামাগ্রাম সংলগ্ন এলাকায় ইঞ্জিন থেকে তিন নম্বর বগির চাকায় আগুনের ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। চেন টেন দেন যাত্রীরা। তড়িঘড়ি টিটি ও ট্রেনের চালককে বিষয়টি জানানো হয়। ধোঁয়ার জেরে প্রাণ বেঁচে যায় যাত্রীরা।

ট্রেনের চালক বিজয় কুমার জানান, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে, কিভাবে ট্রেনের চাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রেল দপ্তর সূত্রে জানা যায়, খালতিপুর ও চামাগ্রাম স্টেশনের মাঝখানে ইঞ্জিনের তিনটি বগির পরে জেনারেল বগিতে আগুন দেখতে পান রেল যাত্রীরা। তারপর রেল যাত্রীরা চেন টেনে ট্রেনটিকে মাঝ পথে থামিয়ে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে রেলের চালক ও রেল আধিকারিকরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে এবং রাধিকাপুর ট্রেনটিকে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে চল্লিশ কিমি গতিবেগের নিয়ে আশে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রেলের আধিকারিকরা। ইঞ্জিনের পরে জেনারেল বগিতে আগুন লেগেছিল সেগুলোকে দ্রুত রিপিয়ার করে।

শিল্পাঞ্চলের পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিয়ে আলোচনা সভা উদ্বোধন মলয় ঘটকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে 'পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বা স্থায়িত্ব বা ইকোলজিক্যাল সাসটেইনেবিলিটি' শীর্ষক সপ্তম আলোচনা সভা শনিবার অনুষ্ঠিত হল আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সহযোগিতায় বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল।

উদ্বোধন করেন রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। এস সুরেশ কুমার- আইএএস চেয়ারম্যান-দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। বি পি সিং, ডিরেক্টর-ইন-চার্জ (বার্নপুর ও দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট), গৌতম রায় (সভাপতি, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ও প্রেসিডেন্ট -কর্পোরেট, আরপিএসজি গ্রুপ) ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে মলয় ঘটক বলেন, 'শিল্পাঞ্চলে পরিবেশগত স্থায়িত্বের ওপর এই আলোচনা ফোরামের আয়োজন করার জন্য আমি বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছি। প্রতি বছর তারা আসানসোল-দুর্গাপুরের জন্য এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। আমরা সকলেই অবগত যে আসানসোল প্রাচীনতম স্টিল শহরগুলির মধ্যে একটি। এই আলোচনা সভায় ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে সেল বার্নপুর এবং দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের আধুনিকীকরণে ৩৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে। আমি মন্ত্রী হিসাবে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিকে অনুরোধ করব এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে সরকারের সঙ্গে কাজ করা ও সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য।'

এস. সুরেশ কুমার বলেন, 'পরিবেশগত ভারসাম্য রাখার ক্ষেত্রে আমাদের সবারই ভূমিকা রয়েছে। উন্নত দেশগুলির তাপবিদ্যুতের সমস্যা রয়েছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুতে আরও মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। ভারতের মতো দেশে ইকো সাসটেইনেবিলিটি পৌঁছনোর একমাত্র উপায় হল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানো। আমরা ইভি স্টেশন চালু করার চেষ্টা করছি। বেশিরভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন রাতে ও দিনের বেলায় হয়। এর পাশাপাশি আমরা একটি ১ হাজার এমজির পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প তৈরি করছি।'

অনুষ্ঠানে বি পি সিং বলেন, 'এই বিষয়টি বার্নিং ইস্যু, এই দুই শিল্পাঞ্চলে শিল্পোন্নয়ন ও শিল্পের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে ভারতে প্রায় ৬ থেকে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে সব শিল্পই গড়ে উঠবে। যে কোনও শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য তিনটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হল অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, পরিবেশ স্থায়িত্ব এবং সামাজিক স্থায়িত্ব।' এদিনের আলোচনা সভা নিয়ে গৌতম রায় বলেন, 'আমরা এই দুই শিল্পাঞ্চল থেকে যে সমর্থন এবং অংশগ্রহণ পেয়েছি তাতে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত। তাই এই অঞ্চলে আমরা আরও সক্রিয় থাকার জন্য দুর্গাপুর আসানসোলকে নিয়ে একটা ফোকাস কমিটিও তৈরি করেছি। পশ্চিম বর্ধমান জেলা হল পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধানত শহর-খনি- শিল্প জেলা। দুর্গাপুর-আসানসোলে বিনিয়োগের জন্য পছন্দের গন্তব্য হিসাবে সম্ভাবনা রয়েছে। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এ বছর সাসটেইনেবিলিটি ফোরামও গঠন করেছে।'

ডঃ দেবাশিস সরকার বলেন, 'অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা পড়ুয়াদের পরিবেশগত স্থায়িত্ব বিষয়ে সচেতন করি। যেমন বিভিন্ন দিনে বৃক্ষরোপণ, জল সংগ্রহ, ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জিং ও জল দূষণের ওপর গবেষণা করা হচ্ছে।'

মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে মাঠ পরিদর্শনে এসপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলতি মাসের ১৩ ফেব্রুয়ারি হুগলি জেলার আরামবাগ ও গোঘাটে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্র জানা গিয়েছে, তিনি গোঘাটে একটি সভা করার পাশাপাশি আরামবাগেও একটি প্রশাসনিক সভা করতে পারেন। আর সেই কারণে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। শনিবার সম্ভাব্য আরামবাগের কালীপুর মাঠ পরিদর্শন করে গেলেন হুগলির রুরাল এসপি। দেখে গেলেন মাঠের পরিকাঠামো। এদিনের এই মাঠ পরিদর্শনে হুগলি রুরাল এসপি কামনাশিস সেন ছাড়াও ছিলেন আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, থানার আইসি রাকেশ সিং সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

মাঠ পরিদর্শনে এসে এসপি কামনাশিস সেন বলেন, 'জেলাশাসকের নির্দেশে এই পরিদর্শন চলছে। অনান্য জায়গাও আমরা পরিদর্শন করব।' মুখ্যমন্ত্রীর আরামবাগে আসার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এই বিষয়ে এখনও ফাইনাল কোনও নির্দেশিকা আসেনি। তবে আসার বিষয়টিকে সামনে রেখে প্রশাসনের তরফে পরিদর্শন চলছে। পরিদর্শন স্থানগুলোর পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

অসুস্থ পরীক্ষার্থী, দেরিতে অ্যাম্বুল্যান্স আসার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই একজন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় স্কুল চত্বরে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার গোঘাটের কাঁটালি হাইস্কুলে। তড়িঘড়ি ছাত্রীটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে সঠিক সময়ে অ্যাম্বুল্যান্স না আসার অভিযোগে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন কাঁটালি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক।

অসুস্থ ছাত্রীর নাম মাসুদা পারফিন। বাড়ি গোঘাটের হাজিপুরে। সে হাজিপুর ইউনিয়ন স্কুলের ছাত্রী। কাঁটালি হাইস্কুলে সিট পড়েছিল। সেই মতো সকালেই স্কুলে এসে পৌঁছয়। পরীক্ষাও সুষ্ঠু ভাবে দেয়। খাতা জমা দেওয়ার পর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অজ্ঞান হয়ে যায় মাসুদা। খবর পেয়েই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা দিদিমণি মাসুদাকে দেখতে আসেন। প্রেশার মাপা থেকে শুরু করে চোখে মুখে জল দেওয়া ও প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যেই ওই ছাত্রীর বাড়িতে খবর দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বাড়ি থেকে মাসুদার মা চলে আসেন। তিনি মাসুদার সঙ্গে হাসপাতালে যান। স্কুলের পক্ষ থেকে ব্লক প্রশাসনের কাছে অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য খবর দেওয়া হয়। কিন্তু সেই অ্যাম্বুল্যান্স ৪৫ মিনিট পর আসে বলে দাবি। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অমলেশ লায়েক বলেন, 'ছাত্রীটি অসুস্থ হওয়ার পর আমরা তড়িঘড়ি প্রাথমিক চিকিৎসা করি এবং ব্লক প্রশাসনকে অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানোর জন্য খবর দেওয়া হয়। কাঁঠালি থেকে গোঘাট ব্লকের দূরত্ব খুবই কম। দশ মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুল্যান্স আসার কথা। প্রশাসনিক বৈঠকে দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানোর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এখানে কার্যকরী হয়নি। আমরা দেরি হচ্ছে দেখে মারুতি করে ছাত্রীটিকে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করি। স্কুলের তরফ থেকে ছাত্রীটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।'

অপরদিকে ওই স্কুলের করণিক অর্ণব মণ্ডল বলেন, 'হঠাৎ করেই শুনলাম একজন ছাত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তারপর আমরা ওই ছাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে হাসপাতালে ভর্তি করি।' হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায় জানান, খোঁজখবর নিয়ে করা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শাসক শিবিরকে কড়া আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: লোকসভা ভোটের ঘুঁটি সাজানোর পালা শুরু হয়ে গিয়েছে বাংলায়। সব রাজনৈতিক দলগুলি ব্যস্ত ভোটের নীল নকশা তৈরির কাজে। এসবের মধ্যেই ভোটের ময়দানে বার বার ঘুরে ফিরে আসছে সিএএ প্রসঙ্গ। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুদিন আগেই কেন্দ্রকে বিঁধেছেন এই নিয়ে।

বলেছিলেন, 'নতুন করে ক্যা ক্যা করে চিৎকার করছে।' আর এবার সিএএ ইস্যুতে রাজ্যের শাসক শিবিরকে বিঁধে কড়া আক্রমণ শানালেন শুভেন্দুও। বিধানসভার বিরোধী দলনেতাও ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়ে বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ২ কোটি বাঙালি হিন্দুর ১৯৪৫ সাল থেকে লড়াই সফল হতে চলেছে ফেব্রুয়ারি মাসে।' শুভেন্দুর দাবি, সেই কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'আতঙ্কিত' হয়ে পড়েছেন।

তাঁর যুক্তি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আতঙ্কিত। ভাবছেন, আমার সিটগুলো সব গেল। কারণ, এখানে ৩৫টি আসন (বিজেপি জেতা) মানে, মমতা ধপ! তার পরের দিন বিজেপি সরকার।' চুঁচুড়ায় শুভেন্দু সিএএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেন এত উদ্বিগ্ন সেই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েই বলেন, 'ওনার কাছে খবর আছে, সিএএ পোর্টাল চালু হতে চলেছে। আইন তো আগেই হয়ে গিয়েছে। রুল ফ্রেম হয়ে গিয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসেই তা কার্যকরের দিকে যাচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।' এরপরই শুভেন্দুর আরও সংযোজন, 'যে বাঙালি হিন্দুরা ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশ থেকে উৎপীড়িত হয়ে এসেছেন, এক কাপড়ে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাঁদের সহ নাগরিকত্ব দেওয়া নরেন্দ্র মোদির কমিটমেন্ট। অমিত শাহর তৈরি করা আইন কার্যকর হতে চলেছে।' প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের মুখে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ঘিরে ফের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে বাংলার রাজনীতির অন্দরমহলে।

রেশনের সামগ্রী বিলিতে কারচুপির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ গ্রাহকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রেশনে অনিয়মিত সরকারি সামগ্রী বিলির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক গ্রাহকরা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিষ্ণুপুর গ্রামে। সংশ্লিষ্ট গ্রামের বাসিন্দারা এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও অফিসের সামনে এসে রেশনে কারচুপির অভিযোগ তুলে সোচ্চার হন। পাশাপাশি বিক্ষোভকারী গ্রাহকরা, বিষ্ণুপুর এলাকার রেশন

ডিলারের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুলে একটি ডেপুটেশনও দেন। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বিক্ষোভকারী গ্রাহকদের অভিযোগ, দীর্ঘ দুই মাস ধরে রেশন সামগ্রী নিয়মিত পাচ্ছেন না তাঁরা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে শুধু ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্লিপ। রেশন সামগ্রী নিতে গেলেই টালবাহানা করছে ডিলার। এমনকী, রেশন সামগ্রী অন্যত্র পাচার করে চড়া দামে বিক্রি করে দিচ্ছে ডিলার। এদিন বিক্ষোভকারী বিষ্ণুপুর গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বিষ্ণুপুর ও কাটাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা ওই ডিলারের কাছ থেকে রেশন সামগ্রী নিয়ে থাকেন। কিন্তু গত দুই মাস ধরে তারা রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন না। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ওই ডিলার রেশন সামগ্রী দেওয়ার ক্ষেত্রেও টালবাহানা করছে।

যদিও এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রামের রেশন ডিলার শ্যামানন্দ সিনহা মন্তব্য করেননি। হরিশ্চন্দ্রপুর এক ব্লকের ভিডিও সৌমেন মণ্ডল জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি টিম তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফের ঝালদা পুরসভায় নতুন প্রধান নির্বাচিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শনিবার ফের পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভায় পুরপ্রধান নির্বাচিত হল। এদিন সকাল থেকেই ঝালদা পুরসভা চত্বরে মোতায়েন ছিল পুলিশ বাহিনী। বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ছিল পুরসভা। তৃণমূলের পুরপ্রধানকে হঠাতে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের অলিখিত জোট রণকৌশল নেয়। সেই দিকেই তাকিয়েছিল ঝালদাবাসী সহ গোটা জেলাবাসী।*

১২ আসন বিশিষ্ট ঝালদা পুরসভায় বর্তমানে সমীকরণ রয়েছে তৃণমূলের ১০ এবং কংগ্রেসের ২। পুরপ্রধান রয়েছেন তৃণমূলের শীলা চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ঝালদায় পুরপ্রধানের কুর্সি দখল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিল বলে দাবি। এনিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে বলেও দাবি। তৃণমূলের পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়কে হঠাতে একত্রিত হয়ে অনাস্থা আনেন তৃণমূলের ৫ এবং কংগ্রেসের ২ কাউন্সিলর।

গত ১৭ জানুয়ারি এই মর্মে তলবি সভাও হয় ঝালদা পুরসভায়। তৃণমূলের ৫ এবং কংগ্রেসের ২ কাউন্সিলর পুরপ্রধান অপসারণের পক্ষে ভোট দেন। বাকি ৫ তৃণমূল কাউন্সিলর তলবি সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাদ্যায় সেই তলবি সভাকে বৈধ বলে মেনে নেননি বলে জানা যায়। কারণ ওই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগের দিনই বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১৭ জানুয়ারির তলবি সভা বাতিল করার নির্দেশিকা জারি করে।

কিন্তু সেই বিজ্ঞপ্তিকে অগ্রাহ্য করেই তলবি সভা হলেও পুরপ্রধান কুর্সি আঁকড়ে থাকেন বলে দাবি। তাই অনাস্থাকারীদের তরফে ঝালদা পুরসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের বিপ্লব কয়াল কলকাতা

উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন। কলকাতা উচ্চ আদালত এই মামলায় অনাস্থা আনা ৭ কাউন্সিলরের মধ্যে যে কোনও ৩ জন কাউন্সিলর পুরপ্রধান নির্বাচনের নোটিশ জারি করার নির্দেশ দেয়। সেই মোতাবেক ৩ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন ধার্য করেন অনাস্থা আনা কাউন্সিলররা।

সেই পরিপ্রেক্ষিতেই শনিবার ৬-০ ভোটে পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভা থেকে অপসারিত হলেন পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়। নতুন পুরপ্রধান নির্বাচিত হলেন তৃণমূল কাউন্সিলর সুরেশ আগরওয়াল। এদিনের নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ৫ এবং কংগ্রেসের ১ কাউন্সিলর। অনুপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ৫ এবং কংগ্রেস কাউন্সিলর পূর্ণিমা কান্দু।

লরির চাকায় পিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: বাইক নিয়ে লং ড্রাইভে বেরিয়ে লরির চাকায় পিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল যাদবপুরের এক যুবকের। মৃতের নাম ঐশিক দে (২৪)। ঘটনাটি ঘটেছে ১৬ নং জাতীয় সড়কের ওপর হাওড়ার রাজাপুর থানা এলাকার শ্রীরামপুরে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে ঐশিক ও তাঁর দাদা লং ড্রাইভের উদ্দেশ্যে বাইকে চেপে বের হন। ফেরার পথে ভোরের দিকে ঘন কুয়াশায় জন্য কুলগাছিয়া ফ্লাই ওভার টপকে শ্রীরামপুরে নামার মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। ঐশিক ছিটকে পড়লে তাঁর মাথার ওপর দিয়ে ভারী গাড়ি চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। আহত অবস্থায় ঐশিকের দাদাকে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে সকালের দিকে ১৬ নং জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পরীক্ষা

সপ্তম স্থানাধিকারী পার্থকে সংবর্ধনা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পরীক্ষায় সারা দেশের মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকারী সারেঙ্গার পার্থ করণকে সংবর্ধনা জানাল খাতড়া মহকুমা প্রশাসন।

ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী হিসেবেই পরিচিত সারেঙ্গার পার্থ করণ। বাবা আলোক করণ অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক, মা সন্ধ্যা করণ গৃহবধূ। ২০০৯ সালে সারেঙ্গা মহাত্মাজি স্মৃতি বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পদার্থ বিদ্যা বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। পরে সেখান থেকে পাশ করে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেন তিনি। পরে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার জন্য কোচিং নিতে দিল্লিতে যান। সেই সময় চারবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেও সাফল্য আসেনি। তার মধ্যেও ভেঙে পড়েননি উদ্যমী এই যুবক।

বিষয় পরিবর্তন করে জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পরীক্ষার জন্য নতুন করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন তিনি। সেখানে প্রথমবার সাক্ষাৎকার পর্ব পর্যন্ত পৌঁছেও সাফল্য আসেনি। কিন্তু এবার একেবারে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। ওই পরীক্ষায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সপ্তম স্থান অধিকার করেছেন। ছেলের এই সাফল্যে খুশি পার্থর বাবা আলোক করণ।

মহকুমাশাসকের তরফে ছেলেকে দেওয়া সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি জানান, প্রত্যন্ত জঙ্গলমহলে এই ধরনের সাফল্য আরও বাকিদের উৎসাহিত করবে। মহকুমা প্রশাসনের এই উদ্যোগে তাঁরা আনন্দিত এবং আপ্লুত। পার্থ করণ জানান, দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের শেষে সাফল্য এসেছে। এদিন মহকুমাশাসকের তরফে এই সংবর্ধনা পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন বলেও জানান।

খাতড়া মহকুমাশাসকের দপ্তরের সভাকক্ষে ওই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মহকুমাশাসক নেহা বন্দ্যোপাধ্যায়, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক যাদব, পার্থ করণের বাবা আলোক করণ, মা সন্ধ্যা করণ সহ স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিক বৃন্দ।

শিক্ষায় বাধা হয়নি প্রতিবন্ধকতা, রাইটার নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে আরামবাগের সোহম

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: বিধাতার আশীর্বাদ ও প্রবল মনের জোর থাকলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কোনও কাজেই বাধা হতে পারে না। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় সফলতা পেতে একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহায়ক বা রাইটার নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দিলেন। হুগলি জেলার আরামবাগ হাইস্কুলের ছাত্র সোহম পাত্র ছোটবেলা থেকেই শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। তাই তাকে ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাইটার নিয়ে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রথমদিন সে বাংলা পরীক্ষা দিয়েছে এবং দ্বিতীয় দিনও রাইটার দিয়ে ইংরেজি পরীক্ষা দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছোটবেলা থেকেই সোহম শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী।

দুটো হাত-সহ শরীরের নানা জটিলতা কেড়ে নেয় তার স্বাভাবিক জীবন। অচল হয়ে যায় দুই হাত। তারপর ১৫ বছর ধরে চলেছে কঠিন সংগ্রাম। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আরামবাগ হাইস্কুল দু'জন রাইটারের নাম দিয়ে শিক্ষা দপ্তরের আবেদন করে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে আরামবাগ হাইস্কুলের ছাত্র সোহম পাত্র রাইটার নিয়ে পারুল রামকৃষ্ণ সারদা হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। জানা গেছে, পর্ষদে নিয়ম অনুযায়ী মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে রাইটারকে এক ক্লাস নিচে পড়াশোনা করতে হবে। সেই মতো সোহম আরামবাগ হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র রোহিত ঘোষকে রাইটার করে পরীক্ষা দেয়। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, জীবনের প্রবল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সোহম জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিচ্ছে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে শুধুমাত্র মনের জোর ও প্রবল ইচ্ছা শক্তির উপর ভরসা করে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন আরামবাগ ছেলে সোহম। এই বিষয়ে আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ রায় বলেন, ছাত্রটি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী আমরা স্কুলের তরফ থেকে শিক্ষা দপ্তরে আবেদন করি। সেই মতো রাইটার নিয়ে সে পরীক্ষা দিচ্ছে। অপরদিকে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দূর্গা প্রসাদ সরকার জানান, আমরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই রকম ছাত্রদের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। পরীক্ষা দিতে যাতে অসুবিধা না হয় সেই বিষয়ে নজর রাখা হয়েছে। পারুল রামকৃষ্ণ সারদা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অলতোষ দত্ত জানান, নিয়ম অনুযায়ী আমরা পৃথক একটি ঘরে সিসি পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোহম শারীরিক ভাবে একেবারেই প্রতিবন্ধী বলে রাইটার নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। আমরা গুরুত্ব দিয়ে ওদের দেখাশোনা করছি। পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী ৪৫ মিনিট ওদের এক্সট্রা টাইম দেওয়া হয়েছে।

মমতার আসন নিয়ে কটাক্ষের জবাব দিল কংগ্রেস নেতৃত্ব

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি: লোকসভায় কংগ্রেসের আসন পাওয়া নিয়ে মন্তব্যের জবাব দিল কংগ্রেস। তবে জবাব এলেও, তা খুব কড়া না হওয়ায় তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এখনও জোটের আশা বজায় রেখেছে কংগ্রেস।

প্রসঙ্গত, কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে ৪০টি আসনও পাবে না বলে মন্তব্য করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ তার জবাবে বলেন, 'আমরা আশা করছি, উনি এখনও বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'রই সদস্য এবং ওঁর দাবি অনুযায়ী, উনি এখনও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।' তবে এর পরেও মমতার সঙ্গে বাংলা নিয়ে আলোচনার পথ কংগ্রেস এখনও খোলা রেখেছে বলে মনে করছে রাজনীতির কারবারিদের একাংশ।

লোকসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়তে চাইছে কংগ্রেস। অন্য দিকে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের নেত্রী মমতা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন জোট গোটা ভারতে থাকলেও বাংলায় তিনি একলাই লড়বেন। শুক্রবার রেড রোডের কেন্দ্র-বিরোধী ধর্নামঞ্চ থেকে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছিলেন মমতা। লোকসভা নির্বাচনে প্রাপ্য আসনের ভিত্তিতে কংগ্রেস আদৌ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বলেছিলেন, 'কংগ্রেস সারা দেশে ৪০টা আসন পাবে কি না জানি না!' একই সঙ্গে কংগ্রেসকে বিজেপির চ্যালেঞ্জ সামলানোর বার্তাও দেন তিনি। মমতা বলেন, 'আগে নিজের জায়গা দেখাও! পারলে বারাণসীতে গিয়ে বিজেপিকে হারাও। রাজস্থান তোমরা জেতা জায়গা হেরেছ। মধ্যপ্রদেশে গিয়ে বিজেপিকে হারাও।' সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের সভা থেকে মমতা বলেছিলেন যে, তিনি কংগ্রেসকে বাংলায় দু'টি আসন দিতে চেয়েছিলেন। মালদহে ওই দু'টি আসনে কংগ্রেসকে জিততে সাহায্য করবেন বলেও কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজি হয়নি। মমতা বলেছিলেন, 'ওদের আরও সিট চাই। কিন্তু তা হবে না। বাংলায় তৃণমূল একা লড়বে। একটি আসনও কাউকে ছাড়বে না। কংগ্রেস একা লড়ুক ৪২টি আসনে।'

শনিবার পিটিআইকে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'ওঁর দাবি অনুযায়ী, ওঁর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে রয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করা। আমরাও তা-ই চাই। তাই মনে হয় আমাদের যা করার তা একজোটে করা উচিত।'

কেন্দ্রে বিজেপিকে ঠেকাতে গত বছর জুনে জোট বেঁধেছিল কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। তবে লোকসভা ভোটের মুখে সেই জোটের জট ক্রমশই জটিল হচ্ছে। আলগা হচ্ছে বাঁধন, বলে মত রাজনীতির বিশেষজ্ঞদের। সম্প্রতি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' ছেড়ে বেরিয়েছেন জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমার। অন্য দিকে, মমতা জোট ছাড়ার কথা না বললেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বাংলায় একাই লড়বেন। বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার কোনও শরিক কংগ্রেস কিংবা সিপিএমকে একটিও আসন ছাড়বেন না।

আস্থা ভোটের আগে সতর্ক চম্পাই কড়া নিরাপত্তা বলয়ে বিধায়করা

রাঁচি, ৩ ফেব্রুয়ারি: শপথগ্রহণে নিশ্চিত ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিতে বসেছেন জেএমএম নেতা চম্পাই সোরেন । কিন্তু এখনও বাকি আস্থা ভোট। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারির সেই 'অগ্নিপরীক্ষা'র দিকেই তাকিয়ে সকলে। এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো কড়া পুলিশ প্রহরায় জেএমএম জোটের বহু বিধায়ক। জানা যাচ্ছে, ৩৮ জন বিধায়ককে শুক্রবারই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হায়দরাবাদে। শহরের বাইরে এক রিসর্টে রাখা হয়েছে তাঁদের। প্রথম চারটি তলায় রয়েছেন তাঁরা। অন্য কারও প্রবেশাধিকার বন্ধ করা হয়েছে। এবং বিধায়কদের কাছে পৌঁছতে গেলেও একটি এলিভেটরই ব্যবহার করা যাবে। তাও পুলিশ প্রহরা-সহ। সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে দোতলায়। সেখানও কড়া পাহারা। সোমবার রাজ্যের বিধানসভায় আস্থা ভোটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে চম্পাই সোরেন প্রশাসন। তেমনটাই জানা যাচ্ছে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে।

বুধবার রাতে হেমন্ত সোরেন গ্রেপ্তার হওয়ার পরই থেকে ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিতে সাসপেন্স শুরু হয়। হেমন্তের জায়গায় চম্পাইকে নেতা হিসাবে বেছে নেয় জেএমএম। বুধবার রাতেই চম্পাই রাজভবনে গিয়ে সরকার গড়ার দাবি জানিয়ে আসেন। বিধায়কদের সমর্থনের চিঠিও জমা দেন। কিন্তু রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণাণের গড়িমসিতে বৃহস্পতিবার তাঁর শপথ নেওয়া হয়নি। এর পর শুক্রবার সওয়া ১২টার সময় রাজ্যপাল চম্পাইকে শপথবাক্য পাঠ করান।

মালদ্বীপ থেকে ভারতের সেনা সরানো নিয়ে দ্বীপরাষ্ট্রের বিবৃতিতে জল্পনা তুঙ্গে

মালে, ৩ ফেব্রুয়ারি: মালদ্বীপ থেকে ভারত কি সেনা সরাবে? এখনও এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। শুক্রবার দিল্লিতে প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্র থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা করতে দু' দেশের প্রতিনিধিরা দ্বিতীয় বার বৈঠকে বসেন। ভারতের তরফে জানানো হয়েছে, সেই বৈঠকে মালদ্বীপে থাকা ভারতীয় বিমানক্ষেত্রে সেনা কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমাধানসূত্র মিলেছে। উভয় দেশই সেই সমাধান ইতিবাচক বলেই জানিয়েছে। তবে মালদ্বীপ থেকে সেনা প্রত্যাহার করা নিয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানায়নি ভারত।

এদিকে, আগামী মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে সেনা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে বলে দাবি করা হয়েছে মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রকের তরফে। মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, '১০ মে-র মধ্যে মালদ্বীপে থাকা তিনটি বিমানক্ষেত্র থেকে সেনা সরিয়ে নেবে ভারত সরকার। এর মধ্যে একটি বিমানক্ষেত্র থেকে ১০ মার্চের মধ্যেই সেনা সরিয়ে নেওয়া হবে। ১০ মে-র মধ্যে বাকি দু'টি বিমানক্ষেত্র থেকেও সেনা প্রত্যাহার করা হবে।' উভয় দেশই এই সিদ্ধান্তে সহমত বলেও জানিয়েছে মালদ্বীপ। তবে সূত্রের খবর, দ্বীপরাষ্ট্রটিতে থাকা ভারতীয় ও মালদ্বীপ প্রতিরক্ষা আধিকারিকদের সাহায্যের জন্যভারত দু'টি হেলিকপ্টার এবং একটি ডর্নিয়ার বিমান মোতায়েন রাখবে।

তবে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, 'মালদ্বীপের জনগণকে মানবিক এবং চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে ভারতীয় বিমানক্ষেত্রে সেনা কার্যকলাপ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পারস্পরিক ভাবে কয়েকটি সমাধানসূত্র বার করেছে উভয় দেশই। যদিও মালদ্বীপ থেকে সেনা প্রত্যাহারের কোনও উল্লেখ নেই বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে। দু' দেশের মধ্যে পরবর্তী বৈঠক মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে হবে বলেও জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারত ও মালদ্বীপ উভয় দেশই পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে আলোচনাও চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনে জিতেই হুঙ্কার দিয়েছিলেন মালদ্বীপের নয়া প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, অবিলম্বে দেশ ছেড়ে যেতে হবে ভারতীয় সেনাকে। মহম্মদ মুইজ্জুর নেতৃত্বাধীন মালদ্বীপ সরকারের সে দেশ থেকে সেনা সরানোর জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল ভারতকে।

সন্দেহবাতিক স্বামী, ১২ বছর ধরে ঘরবন্দি দুই সন্তানের জননী বধূ

মাইসুরু, ৩ ফেব্রুয়ারি: স্ত্রীরে ১২ বছর ধরে ঘরবন্দি করে রাখার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি কর্ণাটকের মাইসুরুর। অবশেষে পুলিশি উদ্যোগে ওই বধূ উদ্ধার পেলেও, স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানাতে নারাজ।

এ ঘটনা যদিও রীতিমতো শিউরে ওঠার মতোই। সন্দেহের ফল এতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, এই ঘটনা তার প্রমাণ। জানা গিয়েছে, ১২ বছর আগে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন। সেই শেষ। তারপর আর বাড়ি থেকে বের হননি। সূর্যের আলো বলতে জানালা দিয়ে যেটুকু কিরণ ঢোকে, সেটাই। বাইরের জগতে কী হচ্ছে, সে বিষয়ে কিছুই জানেন না। এমনকী, তাঁর শৌচালয়ে যাওয়ার অধিকারও ছিল না। একটা ছোট্ট বাক্স ব্যবহার করতেন। দীর্ঘ ১২ বছর কেটে গিয়েছে এভাবেই। অবশেষে পুলিশের সক্রিয়তায় উদ্ধার করা হল ওই মহিলাকে। দীর্ঘ ১২ বছর বাড়িতে বন্দি করে রাখলেও, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে অস্বীকার করেছেন ওই মহিলা।

ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের মাইসুরুতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক মহিলাকে তাঁর স্বামী দীর্ঘ ১২ বছর ধরে ঘরে বন্দি করে রেখেছিলেন। ঘরের বাইরে শৌচালয় থাকায়, সেখানেও যাওয়ার অধিকার ছিল না তাঁর। ঘরের ভিতরেই একটি বাক্স ব্যবহার করতেন শৌচকর্মের জন্য।

জানা গিয়েছে, প্রথম থেকেই সন্দেহবাতিক ছিলেন স্বামী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্দেহ বাড়তে থাকে। তাই প্রতিদিন অফিস যাওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজায় তালা মেরে যেতেন। বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না স্ত্রীর। ওই দম্পতির দুই সন্তানও রয়েছে। তাঁরা স্কুল থেকে ফিরলেও ঘরে ঢুকতে পারত না। ওই ব্যক্তি অফিস থেকে ফিরে দরজা খুলতেন, তারপরই ঘরে ঢুকত তাঁরা। সেই কারণে জানালা দিয়েই সন্তানদের দুপুরের খাবার দিতেন ওই মহিলা। উদ্ধার করার পর স্বামী ও স্ত্রী-উভয়েরই কাউন্সেলিং করানো হয়েছে। তাঁরা দাম্পত্য কলহ নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেবেন বলে জানিয়েছেন।

ইরাক এবং সিরিয়ায় বোমাবর্ষণ আমেরিকার

তেলআভিভ, ৩ ফেব্রুয়ারি: ইজরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত। আর এর মধ্যেই নতুন করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে পশ্চিম এশিয়া। ইরাক এবং সিরিয়ায় বোমাবর্ষণ করা হয় আমেরিকার তরফে। সম্প্রতি জর্ডানের প্রত্যন্ত এলাকায় আমেরিকার সৈনিকদের একটি ঘাঁটিতে যে ড্রোন হামলা হয়েছিল তার প্রতিশোধস্বরূপ ইরাক এবং সিরিয়ায় ইরানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে আঘাত হানা হয়েছে বলে দাবি করেছে আমেরিকা।

আমেরিকার সেন্ট্রাল কম্যান্ড জানিয়েছে, আঘাত হানা হয়েছে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস কুদস ফোর্স এবং তাদের সঙ্গে সংযুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে নিশানা করেই। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ৮৫টি জায়গায় বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। কম্যান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল অপারেশন্স সেন্টার থেকে শুরু করে গুপ্তচর সেন্টার, ক্ষেপণাস্ত্র সেন্টার, ড্রোন সেন্টার এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের ভাণ্ডারেও আঘাত হেনেছে আমেরিকা।

জানা গিয়েছে, এই হামলায় এখনও পর্যন্ত পূর্ব সিরিয়ায় ১৮ জন ইরান সমর্থিত যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন। একদম আমেরিকার সঠিক জায়গায় আঘাত হানা হয়েছে বলে জয়েন্ট স্টাফ অপারেশন্সের ডিরেক্টর, লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডগলাস সিমস জানিয়েছেন। ইরাকি সেনার মুখপাত্র ইয়াহিয়া রসুল জানিয়েছেন, সীমান্তে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার এই হামলার ফলে সীমান্ত এলাকার স্থিতাবস্থা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে তারা। তিনি বলেন, 'আমেরিকার এই হামলার ফলে ইরাকের সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়েছে। আমাদের সরকারের তরফে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালানো হলেও, এর ফলাফল মারাত্মক হতে পারে।'

ন্যাশনাল সিকিওরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি জানিয়েছেন, ইরাক এবং সিরিয়ায় ৩০ মিনিট ধরে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। এখনও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি। এর আগে আমেরিকা বাগদাদে হামলা করেছিল। সেই সময়ই সব ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ শিয়া আল সুদানি বিদেশি বাহিনীকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেন। এই হামলার পর আমেরিকার নিন্দা করেছেন তিনি।

বিধায়ক কেনার চেষ্টার অভিযোগ উড়িয়ে পাল্টা পুলিশের দ্বারস্থ বিজেপি

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়িতে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি: রাতের পর শনিবার সকালেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়িতে হাজির পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীকে ফের নোটিস ধরাল পুলিশ। জানা গিয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে আপ বিধায়ক কেনার চেষ্টার যে অভিযোগ এনেছিলেন আপ সুপ্রিমো, তার ভিত্তিতেই পাল্টা মামলা করেছে বিজেপি। সেই মামলাতেই শনিবার দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নোটিস দেয়। শুক্রবার রাতেও তাঁকে নোটিস দিতে গিয়েছিল পুলিশ। সম্প্রতিই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দাবি করেছিলেন যে বিজেপি আম আদমি পার্টির বিধায়কদের কিনে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ৭ বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বিজেপি। তাঁদের ২৫ কোটি টাকার টোপও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবির বিরুদ্ধেই দিল্লির পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় অরোরার কাছে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি। দিল্লি বিজেপির প্রধান বীরেন্দ্র সচদেব বলেন, 'কেজরিওয়াল মিথ্যা অভিযোগ করছে। মিথ্যা কথা বলে, তদন্ত থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না তিনি।' বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছিল, ঘোড়া কেনাবেচার যে দাবি করেছেন কেজরিওয়াল, তার প্রমাণ দিতে হবে।'

জানা গিয়েছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ক্রাইম ব্রাঞ্চ ওই মামলাতেই নোটিস দিতে গিয়েছিলেন। এর আগে, শুক্রবার রাতেও মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও দিল্লির মন্ত্রী অতিশীর বাড়িতে গিয়েছিলেন ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। কিন্তু তাঁর বাড়িতে কেউ পুলিশের সেই নোটিস গ্রহণ নিতে চাননি। সেই কারণে শনিবার সকালে পুলিশ আবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যায়।

মায়ের সঙ্গে ঝগড়া, উত্তেজনার বশে 'খুন' করে আত্মসমর্পণ কলেজ পড়ুয়ার

বেঙ্গালুরু, ৩ ফেব্রুয়ারি: কলেজ যাওয়ার আগে খাবার দেয়নি মা। যা নিয়ে মায়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয় ছেলের। শেষ পর্যন্ত রাগের বশে মাকেই খুন করার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। এমনকী মাকে খুন করে নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে ওই কলেজ পড়ুয়া। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের মুলবাগাল শহরে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে কলেজ যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল বছর সতেরোর ওই কলেজ পড়ুয়া। বেরনোর আগে মায়ের কাছে জলখাবার চেয়েছিল সে। কিন্তু খাবার না দিয়ে তাকে বকাঝকা করেন মা। যা নিয়ে দুজনের মধ্যে ব্যাপক তর্কাতর্কি শুরু হয়। কিশোরের দাবি, কথা কাটাকাটির সময় নাকি তার মা বলেছিলেন, 'তুমি আমার ছেলে নও।' একথা শোনার পর আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি সে। একটি লোহার রড দিয়ে মায়ের মাথায় মেরে দেয়। তার পর থানায় গিয়ে গোটা বিষয়টি নিজেই পুলিশকে জানায়। এনিয়ে পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই কিশোর দাবি করে, 'আমার মা ঠিক মতো আমার যত্ন করত না। খেতে দিত না।

খলিস্তানি নেতা নিজ্জর ঘনিষ্ঠর বাড়িতে হামলার অভিযোগ

কানাডা, ৩ ফেব্রুয়ারি: খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের ঘনিষ্ঠ এক সহযোগীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল। কানাডার সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রিটিশ-কলম্বিয়ার সুরে শহরে সিমরানজিৎ সিংয়ের বাড়ির সামনে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো হয়। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। কানাডা প্রশাসন তদন্ত শুরু করলেও, এই হামলার পিছনে কাদের হাত রয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনায় ভারতের দিকেই অভিযোগের তির খলিস্তানিপন্থী সংগঠনগুলোর।

কানাডার সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত দেড়টা নাগাদ নিজ্জরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সিমরানজিতের বাড়ির হামলা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে শুক্রবার কানাডার এক পুলিশ আধিকারিক সর্বজিৎ সংঘ জানান, সিমরানজিৎ সিংয়ের বাড়িতে কয়েকটি বুলেটের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। গুলিতে বাড়ির সামনের একটি গাড়ি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। সঙ্গে আশপাশের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ জারি রয়েছে।

জানা গিয়েছে, নিহত কুখ্যাত জঙ্গি নিজ্জরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিমরানজিৎ সিং। গত ২৬ জানুয়ারি কানাডার ভ্যানকোভারে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ হয়েছিল, তার নেতৃত্ব দিয়েছিল সিমরানজিৎ। এদিনের হামলা নিয়ে ব্রিটিশ-কলম্বিয়া গুরুদ্বার কাউন্সিলের মুখপাত্র মনিন্দার সিংয়ের অভিযোগ, এটা যেন ভারতের কোনও জায়গা বলে মনে হচ্ছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 14(2nd Call)/2023-24 & 15 (2nd Call)/2023-24
Publishing & Bid Submission Start Date: 2/2/2024 from 5.00 PM, Bid Submission Closing Date: 10/2/2024 upto 5.00 PM, Bid Opening Date: 13/2/2024 after 12.00 PM
Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 16(2nd Call)/2023-24
Publishing & Bid Submission Start Date: 2/2/2024 from 5.00 PM, Bid Submission Closing Date: 10/2/2024 upto 5.00 PM, Bid Opening Date: 13/2/2024 after 12.00 PM
Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

OFFICE OF THE
AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
NOTICE INVITING e-AUCTION NO. : 02/AMLAI/2023-2024 Dated:-02/02/2024
Publishing date:-05/02/2024 (11.00 a.m), Documents submission / Payment start date:-05/02/2024 (11.00 a.m)
Documents submission / Payment end date:-12/02/2024 (2.00pm) Documents / Payment approval start date:- 15/02/2024(2.30pm) Documents/Payment approval end date:- 16/02/2024 (5.00pm) Auction start date:-19/02/2024 (11.00am) Auction enddate:-19/02/2024 (2.00pm), Details see:- http://eauction.gov.in
Sd/- Prodhan
Amlai Gram Panchayat

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিশ
চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন ই লেরওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর এর পক্ষে ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অলাইনে (ই-টেন্ডারিং) অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রম নং ১: ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম : ডিইএন-এমডব্লুএস-২০২৪-০১ জিকেপি- এমডব্লুএস-ডেভেলপমেন্ট-সিএমটি ল্যাব এবং পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট এর পাশাপাশি সংযুক্ত কাজের ইসিও সংরক্ষণ; আনুমানিক ব্যয় : ২৭,৯৮,৭৯৩.১১ টাকা; টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় : ০৪.০৩.২০২৪ তারিখ বেলা ১১ টা। উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in থেকে।
ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/এমডব্লুএস
সিপিআরও / মেতা-১২২ গোরক্ষপুর
ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
P.O.: Diamond Harbour, South 24 Parganas
Memo No.: K-12(eTender)/A-125/D.H.M. Date: 02.02.2024
The last Date and time for Bid Submission for the work. 1.Proposed Construction for sinking of Ten (10) no's deep tubewell (300 X 200) of depth 330 m within Ward no: 2,3,4,5,6,9,10,14,15,16 under Diamond Harbour Municipality.2023_MAD_632470_1. 2.Proposed construction of Ten (10) no's pump house for deep tube well within Ward no : 2,3,4,5,6,9,10,14,15,16 under Diamond Harbour Municipality.2023_MAD_632470_2.NIT No.:-WBMAD/ULB/DH/WTP/11/327/(e)/23-24, Viz. Memo no.: - K-12(Tender)/A-730/D.H.M. Dated: 27.12.2023 Extended up to 09.02. 2024 up to 5:30 P.M. For details information contact with Engineering Section, Diamond Harbour Municipality And in the departmental website: http//wbtenders.govt.in
Sd/- Chairman, Diamond Harbour Municipality

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF
RANAGHAT MUNICIPALITY, RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 2632/RM Date – 03.02.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-21e/2023-24/2nd Call/SL1
Tender ID : 2024_MAD_660140_1
Name of the work : Construction Of Drain, Fixing Rcc Slab, Ms Gratings Near Paikpara Brati Sangha In Ward No 15, .Last Date Of Submission of Bid : 20.02.2024.
Memo. No. 2633/RMDate – 03.02.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-23e/2023-24/
2nd Call/SL1 to SL3, Tender ID : 2024_MAD_660155_1 to 3
Name of the work : Construction of Road Development work in different wards (3 nos) under DMA within Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid : 20.02.2024.
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
S/D Chairman, Ranaghat Municipality

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
BARASAT - I DEVELOPMENT BLOCK
Dist. - 24 Parganas (N)
Tender Notice
Executive Officer, Barasat-I Panchayat Samiti invites E-tender. Details are available at: www.wbtenders.gov.in
NIT NO: N24PG/BST-I/PS/N-70/2023-2024, Dated:31-01-2024.
Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
Sd/-
Block Development Officer
Barasat-I Development Block

OFFICE OF THE
AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
CHANGES THE CRIRTICAL DATES OF THE FOLLOWING NOTICE
NOTICE INVITING e-TENDER NO.: 10/AMLAI/2023-2024(2nd call), 11/AMLAI/2023-2024(2nd call)
Details see:-www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Amlai Gram Panchayat

OFFICE OF THE
MUNICIPAL COUNCILLORS OF DUM DUM
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata–700028
"DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website "wbtenders.gov.in." various tenders for work related to "Imp/Const/ Renovation/ Repair work etc for Roads/Drains under Dum Dum Municipality under 5th SFC. vide memo no 1265/DDM/GEN/23-24 Dtd 29.01.2024, published online on 03.02.2024, Last Date for Dropping Bids is 12.02.2024 and technical bid opening is 15.02.2024.
Sd/- Chairman
Dum Dum Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Cement Concrete Road from Lalin Sarani Rotary to Trinath Ashram within Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-385/23-24
Tender ID : 2024_MAD_660114_1 • Estimated Amount : Rs. 10,86,588/-
2) Name of the Work: Repairing of B.T. Road at Sukantapally, Ward- 16, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-386/23-24
Tender ID : 2024_MAD_660123_1 • Estimated Amount : Rs. 12,53,000/-
3) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Young Star Club Math to Radha Krishna Patra's House & Construction of Drain from Young Star Club Math to Radha Krishna Patra's House and Goutam Dangar's House to Raju Giri's House at Ispatpally, Ward No.- 04, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-387/23-24
Tender ID : 2024_MAD_660130_1 • Estimated Amount : Rs. 17,27,066/-
4) Name of the Work: Construction of Concrete Platform with C.G.I Shed at Labanya Ghatak Smriti Sangha, Gopalmath, within Ward No.- 35, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-292/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_660284_1 • Estimated Amount : Rs. 12,66,587/-
5) Name of the Work: Construction of Concrete Platform with C.GI Shed at Amar Sangha Football Ground, A-Zone, Durgapur- 04 within Ward No.- 09, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-306/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_660398_1 • Estimated Amount : Rs. 12,66,587/-
6) Name of the Work: Construction of Concrete Platform with C.GI Shed in front of Damar Kali Mandir, Bauri Para, Amrai within Ward No.- 12, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-323/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_660423_1 • Estimated Amount : Rs. 13,79,028/-
Last Date : 19th February 2024, up to 05:00 pm
7) Name of the Work: Repairing of B.T. Road at Chayanot Sarani back side of Sec 2C Puja Ground, Hambir Sarani and back side road of Sec 2C Cultural Club within Ward No.- 27, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-384/23-24
Tender ID : 2024_MAD_660108_1 • Estimated Amount : Rs. 6,75,788/-
8) Name of the Work: Construction of Concrete Platform with CGI Sheet at Ramkrishna Pally near Matri Mandir, Ward No.- 19, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-392/23-24
Tender ID : 2024_MAD_660234_1 • Estimated Amount : Rs. 5,72,889/-
9) Name of the Work: Construction of Public Toilet at Akbar Road Market area, Ward No.- 09, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-393/23-24
Tender ID : 2024_MAD_660251_1 • Estimated Amount : Rs. 7,30,936/-
10) Name of the Work: Repairing of Building for Hindi Vasa Community and Construction of Fencing at Ward No.- 09, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-390/23-24
Tender ID : 2024_MAD_660224_1 • Estimated Amount : Rs. 5,00,006/-
11) Name of the Work: Construction of Concrete Road at Promod Nagar Street No.- 7 from Nur Mahamad House to Kanchan Dey House within Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-389/23-24
Tender ID : 2024_MAD_660215_1 • Estimated Amount : Rs. 5,33,657/-
12) Name of the Work: Repairing of SSK-49 and Construction of a Kitchen Room and Boundary Wall at SSK-49 at Faridpur Ward- 33, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-388/23-24
Tender ID : 2024_MAD_660168_1 • Estimated Amount : Rs. 5,89,588/-
Last Date : 15th February 2024, up to 05:00 pm Sd/- Executive Engineer
For details : wbtenders.gov.in Durgapur Municipal Corporation

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 233, KOLKATA, SUNDAY, 4 FEBRUARY 2024, PAGE 8

একা কুন্ত অনুষ্টুপ, মনোজেরা পিছিয়ে ২১৩ রানে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে লজ্জার মুখে বাংলা। ২১৩ রানে পিছিয়ে মনোজ তিওয়ারিরা। ১৯৯ রানে শেষ হয়ে গেল বাংলার ইনিংস। অনুষ্টুপ মজুমদার ছাড়া বাংলার কেউ সে ভাবে রান করতে পারেননি। মুম্বই প্রথমে ব্যাট করে ৪১২ রান করেছিল। বাংলার ইনিংস শেষ ১৯৯ রানে। দিনের খেলাও শেষ করে দেন আম্পায়ারেরা।

ইডেনে রঞ্জির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চাপে বাংলা। নক আউটে ওঠার জন্য ইডেনের ম্যাচ ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়লেন মনোজেরা। প্রথম বোলারদের ব্যর্থতা, পরে অনুষ্টুপ ছাড়া কেউ রান করতে পারেননি। অনুষ্টুপ ১০৮ রানে অপরাজিত থাকেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান মনোজের। তিনি ৩৬ রান করেন।

বাংলার বোলারদের লাইন, লেংথ নিয়ে যে সমস্যা হচ্ছে তা শুক্রবারই বলেছিলেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্ল এবং অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। সেই রোগ শনিবারও দেখা গেল। ঈশান পোড়েল ২১ ওভারে ৯১ রান দিলেন। নিলেন একটি উইকেট। সূরজ ৬ উইকেট নিলেও দিলেন ১২৪ রান। স্পিনার অঙ্কিত মিশ্র ১৪ ওভারে দিলেন ৬৪ রান। একটি উইকেট নেন। মহম্মদ কাইফ ২১ ওভারে ৬৭ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতে উইকেট তুলে মুম্বইকে চাপে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল বাংলার। কিন্তু প্রথমে সেই কাজে ব্যর্থ হন ঈশানেরা। রানের চাপ কাঁধে নিয়ে ব্যাট করতে নেমে আরও বিপদে পড়ে বাংলা। ওপেনার সৌরভ পাল শূন্য রানে আউট হয়ে যান। অন্য ওপেনার শ্রেয়াংশ ঘোষ রান আউট হয়ে যান ৫ রানে। তিন নম্বরে নেমে সুদীপ ঘরামি বোল্ড ৬ রানে। মুম্বইয়ের হয়ে শুরুতেই ২ উইকেট মোহিত অবস্তির। তিনি শেষ করলেন ৩ উইকেট নিয়ে।

মনোজ আউট হওয়ার পর আর কোনও ব্যাটারই রান করতে পারেননি। অনুষ্টুপ একাই রান করছিলেন। উল্টো দিক থেকে একে একে সব ব্যাটারকে আউট করে দেয় মুম্বই। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান অনুষ্টুপ। এ বারের রঞ্জিতে তিনটি শতরান হয়ে গেল তাঁর। বাংলার ব্যাটিংয়ে এখনও ভরসা ৩৯ বছরের অনুষ্টুপ।

দু-বার এগিয়ে গিয়েও জয় অধরা ইস্টবেঙ্গলের

২-২ গোলে ড্র ডার্বি

মোহনবাগান ২ (সাদিকু, পেত্রাতোস)
ইস্টবেঙ্গল ২ (অজয় ছেত্রী, ক্লেটন-পেনাল্টি)

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফয়সালা হল না কলকাতা ডার্বির। শনিবার সল্টলেক স্টেডিয়ামে খেলা ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের শেষ হল ২-২ গোলে। শেষ মুহূর্তের গোলে কোনও রকমে হার এড়াল সবুজ-মেরুন। আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে অপরাজিত থাকার রেকর্ড অব্যাহত রাখলেন আন্তোনিয়ো হাবাস। একই সঙ্গে, ইস্টবেঙ্গলের কাছে আইএসএলে না হারার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখল মোহনবাগানও।

কলকাতা ডার্বির শুরুটা যে এমন হতে পারে অনেকেই ভাবেননি। সাধারণত দু'দলই সাবধানী থেকে প্রতিপক্ষকে মেপে নিয়ে শুরু করে। কিন্তু এই ডার্বির প্রথম ১৬ মিনিটেই দু'টি গোল হয়ে গেল। খেলা তখন সবে শুরু হয়েছে। সব দর্শক ঠিকঠাক করে নিজের আসনে বসতেও পারেননি। তার মধ্যেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বাঁ দিক থেকে আক্রমণে ওঠেন নিশু কুমার। তিনি বক্সের উদ্দেশে বল ভাসান। শৌভিক চক্রবর্তীর জায়গায় মাঝমাঠে খেলা অজয় ছেত্রী ঢুকে পড়েন বক্সে। ভাসানো বলে পা ঠেকিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। মোহনবাগানের গোলকিপার বিশাল কাইথের কিছু করার ছিল না। এ ক্ষেত্রে দোষ প্রাপ্য ব্রেন্ডন হ্যামিলেরও। অজয়ের বক্সে ঢুকে পড়াটা খেয়াল করেননি তিনি। শেষ মুহূর্তে হেড করে বল ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলেও তার আগেই পা ঠেকিয়ে গোল করে দেন অজয় ছেত্রী।

ইস্টবেঙ্গলের কাছে শুরুতে গোল করে এগিয়ে যাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার সুবিধাটা নিতে পারেনি তারা। সেই মুহূর্তে চাপ বজায় রেখে আরও একটি গোল তুলে নিতে পারলে অনেকটাই সুবিধা হত তাদের। চেষ্টাও করেছিল তারা। গোলের পর মুহূর্তেই খাপছাড়া মোহন-রক্ষণের ভুলে সুযোগ এসে গেলেও গোল হয়নি। তাদের বিপদ আরও বাড়ে ১৩ মিনিটে আনোয়ার আলি চোট পেয়ে উঠে যাওয়ায়। সেই জায়গায় নামেন আমনদীপ খান। কিন্তু গোল দিয়েও কিছুটা খেলসে ঢুকে যায় ইস্টবেঙ্গল। সেই সুবিধা নেয় মোহনবাগান। গোল খাওয়ার পর থেকেই তারা আক্রমণের ঝাঁজ বাড়িয়ে দেয়। সমতা ফেরায় ১৬ মিনিটে। একটি আক্রমণ থেকে ডান দিকে বল পান হ্যামিল। তিনি বক্সের উদ্দেশে বল ভাসিয়ে দেন। ভাসানো বলেই পা ছুঁইয়ে গোল সাদিকুর।

গোল খাওয়ার পরে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ আরও বেড়ে যায়। আগ্রাসী খেলার বদলে রক্ষণাত্মক খেলতে থাকেন কার্লেস কুয়াদ্রাতের ছেলেরা। সেই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখে মনে হতে থাকে, যে কোনও মুহূর্তে গোল খেয়ে যেতে পারে তারা। লাল-হলুদের অর্ধে আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেয় মোহনবাগান। নিজেদের মধ্যে পাস খেলতে খেলতে আক্রমণে উঠছিলেন সাহাল সামাদরা। অন্য দিকে, ইস্টবেঙ্গল নিজেদের অর্ধই পেরোতে পারছিল না। মাঝেমাঝে দু'-একটা প্রতি আক্রমণে উঠলেও নির্বিষ সেই আক্রমণ থামাতে সমস্যা হয়নি মোহনবাগানের ডিফেন্ডারদের। ৪০ মিনিটের মাথায় সহজ একটি সুযোগ এসেছিল সাদিকুর কাছে। কিয়ান নাসিরির ক্রস ক্লিয়ার করতে পারেননি ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডার। খুব কাছ থেকে বল পেয়েও বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন সাদিকু।

এর পরের পাঁচ মিনিট আচমকাই রক্ষণের খোলস থেকে বেরিয়ে আসে ইস্টবেঙ্গল। একের পর এক আক্রমণে মোহনবাগানের নাভিশ্বাস তুলে দেয় তারা। গোল করার মতো একাধিক পরিস্থিতি তৈরি হলেও ব্যবধানে বাড়াতে পারেনি লাল-হলুদ।

বিরতির পরে ইস্টবেঙ্গলের খেলায় বদল লক্ষ করা যায়। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে তারা। ফলও মেলে সঙ্গে সঙ্গেই। চোট পেয়ে হ্যামিল উঠে যাওয়ায় আরও চাপে পড়ে মোহনবাগান। এই পরিস্থিতি ভুল করে বসেন দীপক টাংরি। ডান দিক থেকে নন্দকুমার বল ভাসিয়েছিলেন। বক্সে থাকা মহেশের সামনে সুযোগ ছিল হেড করার। তার আগেই পিছন থেকে এসে তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন টাংরি। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দিতে দেরি করেননি। মোহনবাগানের ফুটবলারেরা সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তোলেন। রেফারি এবং লাইন্সম্যানকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। তবে বল না পাওয়া সত্ত্বেও যে ভাবে টাংরি আঘাত করেছিলেন মহেশকে, তাতে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত সঠিক বলেই মানছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞেরা।

চাপের মুখে শান্ত থাকা তাঁর স্বভাবই। পেনাল্টিতে শট করার সময়েও একই মনোভাব দেখালেন ক্লেটন। দলকে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ ছিল। এমন অবস্থায় 'পানেনকা' কিক নিলেন। শটের সময় হালকা করে বলটা ভাসিয়ে দিলেন। আগেই বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়া কাইথের কাছে বল থামানোর কোনও সুযোগ ছিল না। প্রথম গোলের পরে না হলেও, দ্বিতীয় গোল পেয়ে রক্ষণে মন দেয়নি ইস্টবেঙ্গল। বরং আক্রমণের রাস্তাই বেছে নেয় তারা। লাল-হলুদের দাপটে তখন মোহনবাগানকে বেশ নড়বড়ে দেখাচ্ছিল। সমতা ফেরাতে বিশ্বকাপার জেসন কামিংসকে নামিয়ে দেন মোহনবাগানের কোচ আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস। তার পরেও গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। সেই আক্ষেপ মিটল ৮৭ মিনিটে। এ ক্ষেত্রেও ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ দায়ী। তারা বক্স থেকে বল বার করতে পারেনি। বাঁ দিক থেকে সাহালের শট ক্লিয়ার করতে পারেননি লালচুংনুঙ্গা। তা গিয়ে পড়ে ফাঁকায় থাকা পেত্রাতোসের সামনে। তিনি বল জালে জড়িয়ে দেন।

জয়সোয়ালের দ্বিশতক, মিলে যাচ্ছে রোহিতের ভবিষ্যদ্বাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি: শোয়েব বশির সম্ভবত যশস্বী জয়সোয়ালকে 'অনিচ্ছাকৃত' উপহারই দিয়েছিলেন!

১৯৭ রানে ব্যাট করা জয়সোয়ালকে দিলেন ফুলটস বল, সেটাও প্যাডের ওপর। ইনিংসজুড়ে কঠিন কাজটা করেছেন, এমন সহজ ডেলিভারি জয়সোয়াল ছাড়বেন না, সেটাই স্বাভাবিক। প্যাডের ওপর করা বশিরের ফুলটসকে স্কয়ার লেগে দিয়ে চার মেরে দ্বিশতকে পৌঁছান এই বাঁহাতি ওপেনার।

এরপর সেই ট্রেডমার্ক উদ্‌যাপন; ব্যাট, হেলমেট ফেলে আকাশের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে তাকিয়ে থাকা। কে জানে, হয়তো পুরোনো দিনের সেই কঠিন জীবনের কথাই মনে করেন জয়সোয়াল। এটি জয়সোয়ালের ক্যারিয়ারে প্রথম দ্বিশতক।

ভারতের তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে দ্বিশতক করলেন ২২ বছর ৩৬ দিন বয়সী জয়সোয়াল। তাঁর চেয়ে কম বয়সে দ্বিশতক করেছেন সুনীল গাভাস্কার ও বিনোদ কাম্বলি। গাভাস্কার ২১ বছর ২৭৭ দিনে দ্বিশতক করেছিলেন। কাম্বলি করেছিলেন ২১ বছর ৩২ দিনে এবং ২১ বছর ৫৪ দিনেও এ বাঁহাতির দ্বিশতক আছে।

জয়সোয়ালের দ্বিশতকটি ২০১৯ সালের পর কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের প্রথম দ্বিশতক। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারতের হয়ে সর্বশেষ দ্বিশতকটি করেছিলেন মায়াঙ্ক আগারওয়াল। ২০০৭ সালের পর ভারতীয় কোনো বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের এটাই প্রথম দ্বিশতক।

বিশাখাপট্টনম টেস্টে ১৭৯ রান নিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিলেন জয়সোয়াল। আজ দ্বিতীয় দিনের শুরু থেকেই জয়সোয়াল কিছুটা আগ্রাসী ছিলেন; বিশেষ করে বশিরের বলে। চার মেরে দ্বিশতক করার আগের বলেও ছক্কা মেরেছিলেন জয়সোয়াল। গতকাল শতকের দেখাও পেয়েছেন ছক্কা মেরেই। তবে আজ দ্বিশতকের পর বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। জেমস অ্যান্ডারসনের বলে ক্যাচ দিয়ে আউট হন জয়সোয়াল। ১৯০ বলে তাঁর ২৯০ রানের ইনিংসটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিশাখাপট্টনম টেস্টে বুমরার আগুনে ১৭১ রানে এগিয়ে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশাখাপট্টনম টেস্টে উইকেট পড়েছে মোট ১৪টি। এর মধ্যে ৪টি ভারতের প্রথম ইনিংসে, বাকি ১০ উইকেট ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে। ৬ উইকেটে ৩৩৬ রান নিয়ে দিন শুরু করা ভারত ৩৯৬ রানে অলআউট।

এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে যশপ্রীত বুমরা ও কুলদীপ যাদবের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ইংল্যান্ডকে ২৫৩ রানে অলআউট করে ভারত। ১৪৩ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে বিনা উইকেটে ২৮ রানে দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ভারত। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১৭১ রানে এগিয়ে থেকে দিন দ্বিতীয় দিনটা শেষ করেছে রোহিত শর্মার দল।

সকালের সেশনে যশস্বী জয়সোয়ালের দ্বিশতক দেখার অপেক্ষায় ছিলেন ভারতের সমর্থকেরা। ১৭৯ রান নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামা জয়সোয়াল শুরু থেকেই একটু আগ্রাসী ছিলেন। মাত্র ২০ বলেই দ্বিশতকের জন্য বাকি ২১ রান তুলে নেন। শোয়েব বশিরকে চার মেরে ক্যারিয়ারের প্রথম দ্বিশতক তুলে নেওয়ার পথে একটি তালিকায়ও নাম লেখান জয়সোয়াল। সুনীল গাভাস্কার (২১ বছর ২৭৭ দিন) ও বিনোদ কাম্বলির (২১ বছর ৩২ দিন) পর ভারতের তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে দ্বিশতক তুলে নেন জয়সোয়াল।

তবে দ্বিশতকের পর জয়সোয়াল বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। জেমস অ্যান্ডারসনকে ড্রাইভ করতে গিয়ে ২০৯ রানে ক্যাচ দিয়ে আউট হন এই বাঁহাতি। ২৯০ বলে ইনিংসটি খেলে (১০৭তম ওভার) জয়সোয়াল আউট হওয়ার পর মাত্র ৫ ওভার টিকেছে ভারতের প্রথম ইনিংস। ৩২ রান তুলতে শেষ ৪ উইকেট হারায় ভারত। এই টেস্টে অভিষিক্ত শোয়েব বশিরের পাশাপাশি রেহান আহমেদ এবং অ্যান্ডারসনও ৩টি করে উইকেট নেন।

দ্বিতীয় দিনে পরের গল্পের শিরোনাম;যশপ্রীত বুমরা। পরের দুই সেশনে স্রেফ আগুনঝরা বোলিং করেছেন। ওলি পোপের কাছে তাঁর ইয়র্কারের জবাব ছিল না! বেন স্টোকসও তাঁর বলে বোল্ড হওয়ার পর ব্যাট ক্রিজে ফেলে দিয়ে দুই হাত তুলে অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। যেন বোঝালেন, তাঁর কিছুই করার ছিল না!

স্পিন ধরার পাশাপাশি পেসাররাও আজ সিম মুভমেন্ট পেয়েছেন, আর সেখানে বুমরার গতি ও কাটারের সঙ্গে নিখুঁত লেংথের বল খেলার মতো জবাব ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের কাছে সত্যিই ছিল না। স্টোকস এমন কাটার এবং খানিকটা নিচু হয়ে আসা বলেই বোল্ড হন। এই দুটো উইকেট বুমরার দিনের পারফরম্যান্সের হাইলাইটস, তবে দ্বিতীয় দিনে তাঁর পুরো পারফরম্যান্সটা আরও ভয়ংকর। দিনের বোলিং বিশ্লেষণ দেখুন;১৫.৫-৫-৪৫-৬!

অথচ বিনা উইকেটে ৩২ রান তুলে স্বস্তি নিয়েই মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট। চা বিরতির আগে সফরকারীদের স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ১৫৫। টপ অর্ডারের চারজনই আউট হন। ৭৬ রান করা ক্রলিকে অক্ষর প্যাটেল তুলে নেন। তবে পোপ ও জো রুটকে তুলে নিয়ে ইংল্যান্ড চাপটা বাড়িয়েছেন বুমরাই। দ্বিতীয় সেশনে ৪ উইকেট হারিয়েছে ১২৩ রান তুলতে পেরেছে ইংল্যান্ড।

শেষ সেশনে ইংল্যান্ড নিজেদের শেষ ৬ উইকেট হারিয়েছে মাত্র ৯৮ রানে। আর এর মধ্যে ৪টি উইকেটই বুমরার। ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডারে দুই 'মাথাব্যথা' জনি বেয়ারস্টো ও অধিনায়ক বেন স্টোকসকে তুলে নেন বুমরা। তার আগে ফলো অনের শঙ্কায়ও পড়েছিল ইংল্যান্ড। ষষ্ঠ উইকেট হিসেবে বেন ফোকস যখন (৩৮.১ ওভার) আউট হলেন ফলো অন এড়াতে আরও ২৫ রান দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। স্টোকস বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়িয়ে অষ্টম উইকেটে টম হার্টলিকে নিয়ে ৪৭ রানের জুটিতে সেই শঙ্কা কাটালেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার আশা ইংল্যান্ড অধিনায়ক আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মোটামুটি শেষ হয়ে যায়।

স্টোকসকে ফিরিয়েই টেস্টে ১৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন বুমরা। ৩৪তম ম্যাচ খেলা বুমরাই এই মাইলফলকে ভারতের দ্রুততম পেসার।

স্টোকসকে ফিরিয়েই টেস্টে ১৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন বুমরা। ৩৪তম ম্যাচ খেলা বুমরাই এই মাইলফলকে ভারতের দ্রুততম পেসার। টেস্ট ক্যারিয়ারে এ নিয়ে দশমবার ইনিংসে ন্যূনতম ৫ উইকেট পেলেন তিনি। বিশাখাপট্টনম টেস্টসহ ৩৪ টেস্টে এ নিয়ে ১৫২ উইকেট পেলেন বুমরা। টেস্টে তাঁর বোলিং গড় ২০.২৮। টেস্ট ইতিহাসে তাঁর চেয়ে ভালো বোলিং গড় এবং বেশি উইকেট আছে শুধু একজনেরই;ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি বোলার সিডনি বার্নস। ২৭ টেস্টে ১৬.৪৩ বোলিং গড়ের পাশাপাশি কিংবদন্তির উইকেটসংখ্যা ১৮৯।

ভারতের প্রথম ইনিংসে একটি নজির দেখা গেছে। একই উইকেটে জয়সোয়াল করলেন দ্বিশতক করলেও অন্য কোনো ব্যাটসম্যান ৩৪ রানের বেশি করতে পারেননি। টেস্ট ক্রিকেটে এর আগে এমন ঘটনা ঘটেছে একবার। ২০০৫ সালে অ্যাডিলেডে ব্রায়ান লারা ২২৬ রানের ইনিংস খেলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই ইনিংসে দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান ছিল ডোয়াইন ব্রাভোর ৩৪।

দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ১৫ রানে অপরাজিত জয়সোয়াল। ১৩ রানে অন্য প্রান্ত ধরে রেখেছেন রোহিত।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত ১১২ ওভারে ৩৯৬ (জয়সোয়াল ২০৯*, অশ্বিন ২০ ; অ্যান্ডারসন ৩/৪৭, রুট ০/৭১, হার্টলি ১/৭৪, বশির ৩/১৩৮, রেহান ৩/৬৫) ও ৫ ওভারে ২৮ (জয়সোয়াল ১৫, রোহিত ১৩ ; অ্যান্ডারসন ০/৬, বশির ০/১৭, রেহান ০/৫)।
ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ৫৫.৫ ওভারে ২৫৩ (ক্রলি ৭৬, স্টোকস ৪৭, বেয়ারস্টো ২৫, পোপ ২৩, ডাকেট ২১, হার্টলি ২১ ; বুমরা ৬/৪৫, কুলদীপ ৩/৭১, অক্ষর ১/২৪, অশ্বিন ০/৬১, মুকেশ ০/৪৪)
দ্বিতীয় দিন শেষে।

জাভির জায়গায় অন্য কেউ হলে আগেই ছাঁটাই হতেন, বলেছেন বার্সা সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: লা লিগায় শিরোপা-দৌড় থেকে ক্রমে পিছিয়ে পড়া, স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে হার এবং কোপা দেল রে থেকে বিদায়;সাম্প্রতিক সময়ে এমনই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে জাভি হার্নান্দেজের বার্সেলোনা। এমন ব্যর্থতার সঙ্গে যোগ হয় লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ৫-৩ গোলের হার, যা শেষ পর্যন্ত জাভিকে ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথেই চালিত করেছে।

গত শনিবার রাতে জাভি নিজেই জানিয়ে দেন, মৌসুম শেষ করেই তিনি ক্লাব ছাড়বেন। জাভির সিদ্ধান্ত নিয়ে এবার কথা বলেছেন বার্সেলোনা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা। তিনি বলেছেন, জাভির জায়গায় অন্য কেউ হলে দলের এমন পারফরম্যান্সের জন্য আগেই ছাঁটাই হতেন।

জাভির সঙ্গে নিজের কথোপকথন লাপোর্তা তুলে ধরেন এভাবে, 'ভিয়ারিয়াল ম্যাচের পর ড্রেসিং রুমে সে আমাকে এটা (ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত) বলে। এটা আমার জন্য বিস্ময়কর ছিল; কারণ, আমরা এমনটা পরিকল্পনা করিনি। আমি সতর্কতার সঙ্গে তার কথা শুনলাম। কারণ, সে মানুষ হিসেবে সৎ। সে বার্সেলোনাকে ভালোবাসে।'

ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে হারের পর সেদিন শীর্ষে থাকা জিরোনার সঙ্গে বার্সেলোনার পয়েন্ট পার্থক্য গিয়ে দাঁড়ায় ১১-তে। এমন পরিস্থিতিতে লাপোর্তা কি জাভিকে ছাঁটাই করতেন? লাপোর্তার উত্তর, 'যদি তিনি জাভি না হয়ে অন্য কেউ হতেন, তবে এই পরিস্থিতিতে আমি কোচকে এরই মধ্যে ছাঁটাই করতাম।'

জুনের আগে জাভিকে ছাঁটাই করার সম্ভাবনা নিয়ে এ সময় লাপোর্তা আরও বলেছেন, 'যদি সিদ্ধান্তটা আমার হতো, তবে আমি জাভিকে ছাঁটাই করতাম না। এটা তার প্রাপ্য না। মৌসুমের শেষ পর্যন্ত যে পরিকল্পনা আমরা তৈরি করেছিলাম, তাতে তার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।'

জাভি দায়িত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেও এখনো লা লিগা কিংবা চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার দৌড় থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে নারাজ লাপোর্তা। বার্সা সভাপতি বলেছেন, 'বার্সা লা লিগা কিংবা চ্যাম্পিয়নস লিগে হাল ছাড়বে না। লড়াই করার এবং নাপোলির বিপক্ষে জেতার মতো যথেষ্ট ভালো দল আমাদের আছে। দলের খেলোয়াড় এবং ম্যানেজমেন্টের নিবেদন নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**